হিন্দু সংহতি

স্বদেশ সংহতি সংবাদ

Website : www.hindusamhati.org

Vol. No. 3, Issue No. 3, Reg. No. WBBEN/2010/34131, Rs. 2.00, July 2013

ইসলামিক বিধান অনুসারে গরুকে জবাই করা বাধ্যতা-মূলক নয় এবং হজ করতে গিয়ে কোন মুসলমানই মক্কা বা মদিনাতে গো-কুরবানী করেন না। কিন্তু তাঁরাই ভারতে অন্য কোন পশু কুরবানী করে সন্তুষ্ট হবেন না।

ডঃ বি. আর. আম্বেদকর

খণ্ড ৮, পৃষ্ঠা ২৬৯

এরা কোন জাতের পশু

কামদুনিতে কলেজ ছাত্রীকে ধর্ষণ ও খুন করল দুর্বৃত্তরা

হিন্দু সংহতির বিক্ষোভে বারাসাত উত্তাল

১১ই জুন বারাসাত-চাঁপাডালি মোড়ে হিন্দু সংহতির পথ অবরোধ।

গত ৭ই জুন শুক্রবার উত্তর ২৪ পরগণার বারাসাতের কামদুনি গ্রামে দ্বিতীয় বর্ষের এক কলেজ ছাত্রীকে ধর্ষণ করে নৃশংসভাবে খুন করলো দুর্বৃত্তরা। পরপর একই ধরনের ঘটনা ঘটলেও মহিলাদের উপর অত্যাচারের ক্ষেত্রে বারাসাতের বদনাম যে কিছুতেই ঘুচছে না। কামদুনির ঘটনা আরও একবার দেখিয়ে দিল যে, কাগজে কলমে প্রশাসন নিরাপত্তার বিষয়ে তৎপর হলেও আদৌ সেখানে মানুষের কোনো নিরাপত্তা নেই। যেখানে ওই ঘটনা ঘটেছে, কলকাতা থেকে সেই জায়গা মাত্র ২০ কিমি দূরে।

ডিরোজিও কলেজের ২য় বর্ষের ছাত্রী কামদুনি গ্রামের ওই মেয়েটির বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা চলছিল। লেক টাউন গার্লস কলেজে তার সিট পড়েছিল। এমনিতে বাড়ি থেকে দু- কিলোমিটার দূরে কামদুনি বাসস্ট্যান্ডে সে সাইকেলেই যেত। কিন্তু ঐ দিন এক পরিচিতকে পেয়ে যাওয়ায় তার মোটরবাইকে করে সকালে বাসস্ট্যান্ডে চলে আসে। পরীক্ষা দিয়ে দুপুরে বাসস্ট্যান্ডে নেমে সে টিপ্‌টিপ্ বৃষ্টির মধ্যে হেঁটেই বাড়ি ফিরছিল। দুপুর ২-৩০টায় কামদুনি-মধ্যমগ্রাম বিডিও অফিস রোড ধরে যখন সে আসছিল তখন ঐ রাস্তার উপর এক ৮ ফুট উঁচু পাঁচিল ঘেরা জমির গেটে দুর্বৃত্তরা অপেক্ষা করছিল। এমনিতেই সুনসান এই রাস্তায় বৃষ্টি পড়ছিল বলে কোন লোকজন ছিল না। সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে দুর্বৃত্তরা মেয়েটি গেটের কাছে আসতেই তাকে টেনে গেটের মধ্যে ঢুকিয়ে লোহার গেট বন্ধ করে দেয়। এরপর জমি সংলগ্ন একটি ঘরে তাকে নিয়ে গিয়ে তিন-চারজন মিলে ধর্ষণ করে। পুলিশের বক্তব্য, মেয়েটির উপর এতটাই পাশবিক অত্যাচার করা হয়েছিল যে তার অন্তর্বাস ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। শুধু ধর্ষণ করেই ক্ষান্ত হয়নি দুর্বৃত্তরা, চিনে ফেলার ভয়ে প্রথমে গলা টিপে, পরে দু'পা দুদিক দিয়ে চিরে ফেলে খুন করা হয় তাকে। স্থানীয় লোকেদের অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে। তারমধ্যে মূল অভিযুক্ত ঐ জমির কেয়ারটেকার আনসার আলি মোল্লা। অভিযুক্ত স্থানীয় কীর্তিপুর-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল প্রধান সাইনা বিবির আত্মীয়।

মেয়েটির দেহ উদ্ধারের পরে স্থানীয় মানুষ ক্ষোভে ফেটে পড়ে। শুক্রবার রাত থেকে শনিবার দুপুর পর্যন্ত তারা রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায়। নেতা-মন্ত্রীরাও কামদুনির সাধারণ মানুষের প্রবল বাধার সামনে পড়ে অসহায় বোধ করেছে। দলমত নির্বিশেষে সকলে স্লোগান তোলে, নেতা-মন্ত্রীরা দূর হটো। কামদুনির সাধারণ মানুষের বক্তব্য, তারা রাজনীতি চায় না, প্রকৃত দোষীদের কঠোর সাজা চায়।

কামদুনিতে নারী ধর্ষণ ও খুনকে কেন্দ্র করে খোদ বারাসাতের বুকে প্রথম সভাটি করে হিন্দু সংহতির কর্মীরা। বাংলার লজ্জা এই পাশবিক ঘটনাটিকে কামদুনি গ্রাম থেকে জেলা সদরে প্রথম নিয়ে আসে হিন্দু সংহতি-ই। ১১ই জুন বারাসাত উত্তাল হয়ে পড়ে হিন্দু সংহতির বিক্ষোভ সমাবেশে। ১১ই জুন সকাল এগারোটা নাগাদ প্রায় হাজার খানেক সংহতি কর্মী জমা হয় বারাসাত কাছারি ময়দানে। সেইসঙ্গে কামদুনি গ্রাম থেকেও ম্যাটাডোর ভর্তি করে প্রায় শ'দুয়েক নারীপুরুষ কাছারি ময়দানে উপস্থিত হয়। প্রবল বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে হাতে প্ল্যাকার্ড ও হিন্দু সংহতির পতাকা এবং মুখে স্লোগান দিতে দিতে মিছিল এগিয়ে চলে বারাসাতের চাঁপাডালি মোড়ের দিকে। রাস্তার দুপাশের সাধারণ মানুষও মিছিলের সঙ্গে কণ্ঠ মেলায়, কেউ কেউ মিছিলে অংশ নেয়। চাঁপাডালিতে একটি পথসভার আয়োজন করে হিন্দু সংহতি। সংহতির এই সাধু উদ্দেশ্যকে সমর্থন করে বারাসাত ল'ইয়ার এ্যাসোসিয়েশনও একটি মিছিল বের করে। সংহতির পক্ষ থেকে বিকর্ণ নস্কর, সুসেন বিশ্বাস, অজিত অধিকারী ও ব্রজেন্দ্রনাথ রায় তাদের বক্তব্যে প্রশাসন ও পুলিশের অপদার্থতার জন্যই যে আজ

শেষাংশ ৫ পাতায়

এতদিন চলছিল গ্রামাঞ্চলেএবার খাস মধ্য কলকাতায়

রথের দিনে তালতলায় হিন্দু ক্লাব দখল

গত ১০ই জুলাই রথযাত্রার দিন সন্ধ্যা সাতটার সময় মধ্য কলকাতার হিন্দু অধ্যুষিত তালতলা অঞ্চলে দুর্গাপূজা ও কালীপূজার যে অফিস ঘরটি অগ্রণী ক্লাবে ছিল তা মুসলমানরা দখল করে নেয়। তালতলা থানার অন্তর্গত ১১এ, ডক্টর লেনে একটি ছোট মসজিদ আছে, যার পাশেই এই ক্লাবঘর বা অফিসটি অবস্থিত। মসজিদটি সম্প্রসারণের জন্যই মুসলমানরা অফিসঘরটি ভেঙে তা দখল নেয়। ঘর দখলের সময় মুসলমানরা হিন্দুদের ঠাকুর ভাঙে ও পূজার বাসনসহ অন্যান্য দ্রব্য অপবিত্র করে দেয়। উল্লেখ্য, তালতলা ডক্টর লেনস্থ পূজা কমিটি দীর্ঘদিন ধরে এই অঞ্চলে পূজা করে আসছে। স্থানীয় বয়স্কদের কথায়, প্রায় একশো পাঁচ বছর ধরে ঐ স্থান দুর্গাপূজা হয়ে আসছে।

ঐ দিন মুসলমানরা অতর্কিতে অঞ্চলে ঢুকে ক্লাবঘরটি ভাঙতে থাকে। ঘটনার আকস্মিকতায় হিন্দুরা হতভম্ব হয়ে কোন প্রতিরোধ করতে পারেনি। আশপাশের অঞ্চল থেকে প্রায় তিনশো মুসলিম যুবক বাইক নিয়ে এসেছিল। ঐ মুসলিম যুবকেরা ওয়াটগঞ্জ, মেটিয়াব্রুজ, রাজাবাজার প্রভৃতি অঞ্চল থেকে আসে। তাদেরকে উত্তেজিত করতে সকাল থেকেই মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে 'ইসলাম খতরে মে হ্যায়' বলে একটি এস.এম.এস. যায়। পুলিশ ও প্রশাসন সমস্ত জেনেও নীরব থেকেছে। শাসকদলের এক নেতা এই সমস্ত ঘটনার পিছনে আছে বলে জানা গেছে। শেষ পর্যন্ত অঞ্চলের হিন্দুরা প্রতিবাদ করলে পুলিশ মুসলমানদের অনৈতিক কাজ বন্ধ করতে বাধ্য হয়। কিন্তু মাঝরাতে মুসলমানরা ফিরে এসে ক্লাবঘরের দেওয়াল ভাঙতে শুরু করে। কিন্তু এবার হিন্দুরা শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তোলে।

পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণে আনতে নিকটবর্তী পাঁচ-ছয়টা থানা থেকেই রাতে পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় এবং র‍্যাফ-এ নামানো হয়। ঐ অঞ্চলের সাধারণ বাসিন্দাদের ধারণা শীঘ্রই ঐ মসজিদে মাইক লাগানো হবে এবং মুসলমানরা রাস্তায় বসে নামাজ পড়তে শুরু করবে। স্বভাবতই হিন্দু মা-বোনেদের স্বাভাবিক নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে। ফলতঃ পার্ক সার্কাসের মতো মুসলিম উপদ্রব এ অঞ্চলে বেড়ে যাবে, অতিষ্ঠ হিন্দুরা অনেকেই অল্পদামে বাড়ি বিক্রি করে চলে যেতে বাধ্য হবে। যারা থাকবে তাদের আর মাথা তুলে প্রতিবাদ করার

শেষাংশ ৫ পাতায়

হিন্দু সংহতির-র আহ্বানে

১৯৪৬-এর হিন্দু বীর

গোপাল মুখার্জী

স্মরণসভা

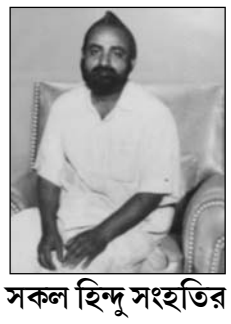

১৬ই আগস্ট ২০১৩, শুক্রবার

সময় ঃ সকাল ১০টা হইতে ১টা পর্যন্ত

স্থান ঃ মহাজাতি সদন, কলকাতা

সকল হিন্দু সংহতির কর্মী সমর্থক এবং আপামর জাতীয়তাবাদী মানুষকে এই সভায় উপস্থিত থাকার আহ্বান জানান হচ্ছে।

আমাদের কথা

মমতা ব্যানার্জী ও দোগ্‌লা আনন্দবাজার

মনে হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে সত্যিই গাড্ডায় পড়ে গেছে। সিপিএম ৩৪ বছর ধরে এই গাড্ডা তৈরি করেছে। মমতা ব্যানার্জী সেই গর্ত থেকে পশ্চিমবঙ্গকে তোলার চেষ্টা করতে গিয়ে নিজেই সেই গর্তে পড়ে গিয়েছেন। সেই গর্ত থেকে ওঠার কোন পথ খুঁজে পাচ্ছেন না । তার ফলে অধৈর্য হয়ে দিশা হারিয়ে ফেলছেন। অথচ তিনি যথেষ্ট শক্ত ইউকেটে দাঁড়িয়ে ব্যাটিং শুরু করেছিলেন। যখন কোন দল উন্নত বোলিং-এর দ্বারা উইকেট নিতে পারে না, তখন শুরু করে স্লেজিং। অর্থাৎ আম্পায়ার শুনতে না পায় এইরকম নিচুস্বরে গালাগালি, ব্যঙ্গ ও কটূক্তি করে ব্যাটসম্যানের মনযোগ নষ্ট করা। ঠিক সেই কাজ সিপিএমের দোসর হয়ে শুরু করেছে আনন্দবাজার ও এবিপি আনন্দ চ্যানেল। ২০১১-তে ভোটে জেতার পর মমতাকে মাথায় বসিয়েছিল আনন্দবাজার হাউস। একদিকে বিধানসভার ফলাফল প্রকাশিত হচ্ছে তখন মমতা এবিপি আনন্দ-র স্টুডিওতে বসে ইন্টারভিউ দিচ্ছেন। অদূরদর্শী মমতা আপ্লুত হয়েছিলেন তাঁর চিরশত্রু আনন্দবাজারের এই পরিবর্তনে। কিন্তু তিনি আনন্দবাজার মালিকের দোগলা চরিত্রকে চিনতে পারেন নি। আজ তার মূল্য দিচ্ছেন। সিপিএম তো তাঁর প্রতিপক্ষ দল। তারা তো বিরোধিতা করবেই। সেই বিরোধিতাকে ধোনি ও যুবরাজের মতো ঝড়ের বেগে উড়িয়ে দেওয়ার ক্ষমতা মমতার ছিল। কিন্তু আনন্দবাজার হাউসের স্লেজিংয়ের মোকাবিলা করার ক্ষমতা তাঁর ছিল না। তাই দিশেহারা হয়ে তিনি পড়লেন কুণাল ঘোষদের মত দালালদের খপ্পরে। তারা মিডিয়া জগতে সারদা গোষ্ঠীর রথে মমতাকে চাপিয়ে দিয়ে মমতার রাজনীতিতে চরম বিপর্যয় এনে দিল। এইভাবে একের পর এক গাড্ডায় পড়ে মমতা জেরবার। যেসব মুখগুলো আজ তাঁর প্রধান ভরসা, জনগণের চোখে সেগুলো ক্রিমিনাল আর জোকারের মুখ রূপে চিহ্নিত। অন্যদিকে মমতার মুসলিম তোষণ তাঁর সমর্থক হিন্দুদের মনে এক চরম হতাশা সৃষ্টি করেছে। এই হতাশা ক্রমেই বিরোধিতায় পরিণত হচ্ছে। মানুষ ভাবতে বাধ্য হচ্ছে, মমতা তাঁর ক্ষুদ্র রাজনৈতিক স্বার্থে পশ্চিমবঙ্গের সর্বনাশ করছেন ও বাঙালী হিন্দুর ভবিষ্যৎকে এক ভয়ঙ্কর পরিণতির দিকে ঠেলে দিচ্ছেন। মমতার এই জনপ্রিয়তা হ্রাস দেখে সিপিএম বগল বাজাচ্ছে। মমতা আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলছেন। মৌসুমী-টুম্পা কয়ালদের মতো সাধারণ মেয়েদেরকে তিনি ছোট বোনের মতো মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে দিতে পারতেন। তারা দিদির আদর পেয়ে কৃতার্থ হয়ে যেতেন, কিন্তু হয়ে গেল উল্টো। আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলে ও সন্দেহবাতিকতায় তাদেরকে তিনি বলে দিলেন মাওবাদী। বেচারারা মাওবাদী শব্দটাও ভাল করে উচ্চারণ করতে পারেন না। মমতার এই মানসিক স্থৈর্য্য নষ্ট করার কৃতিত্ব আনন্দবাজার হাউসের। আনন্দবাজার মমতাকে মাথায় তুলে তার মূল্য আদায় করতে চেয়েছিল। মমতা সেই মূল্য দেননি বলেই আনন্দবাজার হয়ে গেল মমতার বড় দুশমন।

সুতরাং সব মিলে পশ্চিমবঙ্গের এক অস্থির কাল চলছে। এই অস্থিরতার সুযোগ নিচ্ছে তোলাবাজ ক্রিমিনালরা, অসাধু ব্যবসায়ীরা ও মুসলিম মোল্লা নেতৃত্ব। এর বলি হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের সার্বিক উন্নয়ন ও শিল্পজগৎ। আর সর্বনাশ হচ্ছে বাংলার হিন্দুর। এই সময়ে বাংলার জন্য চাই আব্রাহাম লিঙ্কন অথবা উইনস্টন চার্চিল কিংবা কনরাড অ্যাডেনাওয়ারের মত বলিষ্ঠ নেতৃত্ব। মমতা এক শক্ত দুর্গ ভেঙেছেন ঠিকই, কিন্তু নতুন দুর্গ গড়ার ক্ষমতা তাঁর নেই—গত দু'বছরের অভিজ্ঞতা তাই বলে।

পঞ্চায়েত ভোট ও হিন্দু সংহতি

অবশেষে সুপ্রীম কোর্টের দ্বারস্থ হবার পর পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত ভোটের জট খুলতে চলেছে। জুলাইয়ের ১১, ১৪, ১৯, ২২ ও ২৫ তারিখ মোট পাঁচ দফায় পঞ্চায়েত ভোট। হিন্দু সংহতির কেন্দ্রীয় কমিটি এক বিশেষ বৈঠক করে পঞ্চায়েত ভোট নিয়ে সমস্ত সংহতি কর্মীদের করণীয় কর্তব্য কী তা নির্দেশ দিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে কোন রাজনৈতিক দলকেই সংহতি কর্মীরা সার্বিকভাবে সমর্থন করবে না। কোন একটি রাজনৈতিক দলের হয়ে ভোটে দাঁড়ানো বা প্রচার করা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। কারণ হিসাবে সংহতি সভাপতি তপন ঘোষ বলেন, পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত রাজনৈতিক দলই আজ মুসলিম তোষণে ব্যস্ত। হিন্দুদের স্বার্থরক্ষার্থে তারা বিন্দুমাত্র সচেষ্ট নয়। বরং বিভিন্ন জেলায় মুসলিম অত্যাচার ও তাণ্ডব বেড়ে চললেও রাজনৈতিক দলগুলো আশ্চর্যজনকভাবে নীরব থেকে গেছে। শ্রীঘোষ আরও বলেন, ব্যক্তিগতভাবে কেউ যদি হিন্দুদের কথা বলে বা হিন্দুদের স্বার্থরক্ষা করে তবে সেই অঞ্চলের সংহতি কমীরা তাকেই সমর্থন করবে, তা সে যে রাজনৈতিক দলের প্রার্থীই হোক না কেন। সংহতি সভাপতির বক্তব্য জেলায় জেলায় পদাধিকারী হিন্দু সংহতি কর্মীদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে এবং নির্দেশ জারি করা হয়েছে কর্মীরা যেন সেইমতোই কাজ করে।

রাশিয়াকে নিজের বলে মনে না করলে মুসলমানরা অন্য কোথাও যেতে পারে

রাশিয়ার চেচনিয়া প্রদেশের মুসলমানরা বিচ্ছিন্নতাবাদী কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত বলে অভিযোগ। সম্প্রতি আমেরিকার বোস্টনে বোমা বিস্ফোরণ চেচনিয়ার মুসলমানরাই করেছে। গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ২০১৩, রাশিয়ার সংসদে (ডুমা) রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন তাঁর ভাষণে যা বলেছেন, তার সারমর্ম হল এই যে, ''রাশিয়া রাশিয়ানদের জন্য। কোন সংখ্যালঘু সম্প্রদায় যদি রাশিয়াতে থাকতে চায়, রাশিয়াতে কাজ করতে ইচ্ছুক হয়, রাশিয়ার অন্নগ্রহণ করতে হয় তাহলে রাশিয়ার সংস্কৃতি, রাশিয়ানদের মতোই চলা, বলা ও আইনকে সম্মান করতে হবে। মুসলমানদের যদি শরিয়ত আইন বেশি পছন্দ হয়, তবে আমাদের বক্তব্য খুব স্পষ্ট—যেখানে ওই আইন আছে সেখানে চলে যান। সংখ্যালঘুদের রাশিয়ার কোন প্রয়োজন নেই। সংখ্যালঘুদের প্রয়োজন আছে রাশিয়াকে। আমরা তাদের কোন বিশেষ অধিকার দেব না, তাদের ইচ্ছামতো কোন আইন আমরা করবো না—তারা যতই চিৎকার করুক না কেন।'' পুতিনের ভাষণ শেষ হতেই ডুমাতে উপস্থিত সব রাজনৈতিক দলের নেতারা দাঁড়িয়ে প্রায় পাঁচ মিনিট হাততালি দেন। অস্ট্রেলিয়ার পর রাশিয়ার সংখ্যালঘু মুসলমানদের প্রতি পুতিন যেভাবে সতর্কবাণী করেছেন, ভারতেও এমন নীতি নেওয়ার প্রয়োজন। নইলে ভোটব্যাঙ্কের লোভে মুসলিম তোষণ করলে আরেকবার দেশভাগের মুখোমুখি হতে হবে।

ক্ষমাহীন অপরাধ করেছে কৈবল্যধাম

শ্রীশ্রী সত্যনারায়ণ-এর পাঁচালী বিকৃত

'শ্রীশ্রী সত্যনারায়ণের পাঁচালী' বলে একটি পাঁচালী বর্তমানে পাওয়া যাচ্ছে, যার প্রচারক ও প্রকাশক, 'শ্রীশ্রী কৈবল্যধাম, যাদবপুর, কলকাতা-৩২'। যদিও শিরোনাম শ্রীশ্রী সত্যনারায়ণের পাঁচালী, কিন্তু এটির মধ্যে প্রতি ছত্রে ছত্রে 'সত্য পীর' বলে বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়াও এতে সুকৌশলে বর্ণিত হয়েছে— ''অতঃপর বন্দিব রহিম রাম রূপ/কোরান কেতাব আর কলমা সংহতি/সুফি খাঁ পীরের পায়ে প্রচুর প্রণতি/সাতশত আউলিয়া বন্দি করজোড়ে/ফণিন্দ্র নগেন্দ্র ইন্দ্র কাঁপে যার ডরে, রহিম হলই রাম-হরি-রহিমের বেশ ধরি।'' এবং পাঁচালীর শেষে রয়েছে ''তবে দয়া করিবেন পীর পয়গম্বর/সবে হরিধ্বনি কর মুজরা সেলাম।'' এখানে রাম হল রাজা রামচন্দ্র, রহিম হল আল্লার আর এক নাম।

এখন প্রশ্ন হল পুরান এবং কোরান কি এক? রাজা রামচন্দ্র ও আল্লা কি এক? একজন ধর্মপ্রাণ হিন্দু কি একথা মেনে নেবে? অথচ এমন পাঁচালী হিন্দু রমনীরা এবং পূজক ব্রাহ্মণরা নির্দ্বিধায় প্রতি পূর্ণিমাতে ঘরে ঘরে লক্ষ্মীর আসনে ভক্তিভরে পাঠ করে থাকে। আবার 'কৈবল্যধাম'-এর যাদবপুর ও বাঘাযতীন এবং অন্যান্য শাখায় এই পাঁচালী পাঠ করা হয় ও সিন্নি খাওয়ানো হয়। আর সেই আশ্রমে দীক্ষিত হিন্দুদের ঘরে উক্ত বিকৃত পাঁচালীটি পাঠ করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এইভাবে ঐ সকল আশ্রমের তথাকথিত ভণ্ড মহারাজ গণ হিন্দু নরনারীকে বিপথগামী করে হিন্দুধর্মে কালিমা লেপন করার কাজে লিপ্ত রয়েছেন।

এছাড়া বেণীমাধব শীলের পঞ্জিকায়ও অনুরূপভাবে 'সত্য পীরের পাঁচালী'কে শ্রীশ্রী সত্যনারায়ণের পাঁচালী শিরোনামে পূজা পদ্ধতিসহ হিন্দুদের জন্য দীর্ঘকাল ধরে ছাপিয়ে যাচ্ছে। 'রাম ও রহিম' নেই ভেদাভেদ। পুরান ও কোরানে নেই মতান্তর। এখন প্রশ্ন এটাই যে তথাকথিত মহারাজগণ ও পঞ্জিকা মালিকরা কোরান পড়েছেন? না পড়লে কোরান পড়ুন। তাদেরকে এমন বিকৃতভাবে হিন্দুধর্মের বিনাশ করার অধিকার কে দিয়েছে? এ হেন বিকৃত পাঁচালী হিন্দুর ঘরে ঘরে প্রচার বন্ধ করে হিন্দুধর্মকে রক্ষা করার দায়িত্ব শুভবুদ্ধি সম্পন্ন সমস্ত হিন্দুকে নিতে হবে। বইটি যেখানেই দেখবেন তার প্রতিবাদ করুন, প্রয়োজনে পুড়িয়ে ফেলুন। স্বয়ং 'শ্রীশ্রী সত্যনারায়ণ' আজ আমাদের উপর এ দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। এ অন্যায় আমরা কিছুতেই মানব না।

(সৌজন্যে ঃ বাদল বিশ্বাস)

শোকবার্তা

প্রবল বন্যায় উত্তরাখণ্ড বিপর্যস্ত ঃ হতাহতের সংখ্যা প্রচুর

উত্তরাখণ্ডে প্রবল বর্ষণের ফলে বন্যা ও পাহাড় থেকে নামা ধসে জনজীবন সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত। বিশেষ করে এই সময়টাতে উত্তরাখণ্ডের কেদারনাথ-বদ্রীনাথে বিপুল হিন্দু তীর্থযাত্রীর সমাগম হয়। হঠাৎ আসা হড়পা বানের তীব্রতায় বাড়ি-ঘরদোর ভেঙে পড়ে, বিপুল সংখ্যক মানুষ জলের স্রোতে ভেসে যায়। ছবিতে দেখা যায় ভগবান শিবের মূর্তির গলা দিয়ে জলস্রোত বয়ে চলেছে, বাড়ি-ঘরদোর ভেঙে পড়ছে, মন্দির প্রায় ডুবে গেছে। এ থেকে বোঝা যায় বন্যা কী ভয়াবহ রূপ নিয়েছিল। হতাহতের সংখ্যা ইতিমধ্যে পাঁচ হাজার ছাড়িয়ে গিয়েছে। নিখোঁজ এখনও বহু সংখ্যক যাত্রী। ভারতীয় জওয়ানরা দ্রুত ও তৎপরতার সঙ্গে উদ্ধারকার্য চালাচ্ছেন। তাদের প্রচেষ্টায় আটকে পড়া বহু মানুষকে উদ্ধার করা হয়েছে। বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ইতিমধ্যেই ত্রাণকার্যে নেমে পড়েছে। আর.এস.এস., বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, ভারত সেবাশ্রম সংঘ সহ একাধিক হিন্দু স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন বিপুল পরিমাণ ত্রাণ পাঠিয়েছে এবং উদ্ধারকার্যেও সেনা জওয়ানদের সাহায্য করছে। পথ দুর্গম হওয়া সত্ত্বেও তাদের প্রচেষ্টা দেখবার মতো। হিন্দু সংহতি, পশ্চিমবঙ্গ-র পক্ষ থেকে ভারতীয় সেনা জওয়ান ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলোকে তাদের সেবাকাজের জন্য হার্দিক অভিনন্দন জানানো হচ্ছে। এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে যারা পরিজন হারিয়েছেন, যারা আহত হয়েছেন হিন্দু সংহতি তাদেরও সমব্যথী।

গরু পাচারকারী ও পুলিশের আঁতাত প্রমাণিত

খবর সংগ্রহ করতে গিয়ে পুলিশের হাতে আক্রান্ত সাংবাদিক

সীমান্তে গরু পাচারকারীদের খবর সংগ্রহ করতে গিয়ে খোদ পুলিশের হাতে আক্রান্ত হলেন সাংবাদিক। শনিবার ১৫ই জুন ঘটনাটি ঘটেছে বনগাঁর উনাই গ্রামে। সংবাদ মাধ্যমের উপর পুলিশি হামলার নিন্দায় সোচ্চার অঞ্চলের সাধারণ জনগণ থেকে উত্তর ২৪ পরগণা জেলার সাংবাদিকরা।

পঞ্চায়েত নির্বাচনের দিন যত এগিয়ে আসছে মুসলিম দুর্বৃত্তদের অত্যাচার উত্তর ২৪ পরগণায় ততই বেড়ে চলেছে। মুসলমান গরু পাচারকারীরা প্রতিদিন বনগাঁ ও গাইঘাটা সীমান্ত দিয়ে ২০০-২৫০টি দশ চাকার লরি করে হাজার হাজার গরু সীমান্ত পার করে বাংলাদেশে পাচার করছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, গরু পাচারকারীদের সঙ্গে পুলিশের একাংশের যোগসাজস আছে। রয়েছে মাসোহারার ব্যবস্থাও। তাই সব জেনেও পুলিশ কোন ব্যবস্থা নেয় না। রাজনৈতিক নেতারাও গরু পাচারকারীদের কাছ থেকে মোটা বখড়া পায়। রাজনৈতিক নেতা ও পুলিশের মদতেই বনগাঁ ও গাইঘাটা দিয়ে গরু পাচারের ব্যবসা রমরমিয়ে চলছে সীমান্তে।

গরু পাচারের বিরুদ্ধে এদিন প্রথম প্রতিবাদ হয় গাইঘাটার জলেশ্বরে। একটি গরু পাচারের গাড়ি আটকে স্থানীয় বাসিন্দারা বিক্ষোভ দেখায়। পরে পুলিশি হস্তক্ষেপে বিক্ষোভ উঠে যায়। প্রায় একই সময়ে বনগাঁর কালোপুরের উনাই গ্রামে গরু পাচারের একটি গাড়ি রাস্তার পাশে একটি দোকান ধাক্কা মেরে ভেঙে দেয়। এতে স্থানীয় বাসিন্দারা ক্ষোভে ফেটে পড়ে ও গাড়িটিকে আটক করে পথ অবরোধ করে। সকাল ৯টা থেকে প্রায় দুঘণ্টা কালোপুর উনাই সড়ক অবরোধ করে বহু সংখ্যক মানুষ। খবর পেয়ে বনগাঁ থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে এলে উত্তেজিত জনতা পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে। ইতিমধ্যে পুলিশের সামনেই পাচারকারীরা গাড়ি থেকে গরু নামিয়ে সীমান্তের দিকে চলে যাচ্ছিল। এইসময় সাংবাদিকরা পাচারকারী-পুলিশের আঁতাতের প্রত্যক্ষ প্রমাণের ছবি তুলতে গেলে স্থানীয় সাংবাদিক তপনবাবুর ক্যামেরা কেড়ে নিয়ে পুলিশ তা আছাড় মেরে ভেঙে দেয়।

ঘটনাটি বনগাঁর এস.ডি.পি.ও.-কে জানালে তিনি এ ব্যাপারে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন। সংবাদমাধ্যমের কাজে বাধা দেওয়া ও ক্যামেরা ভেঙে দেওয়ার ঘটনাতে পুলিশের ভূমিকার তীব্র নিন্দা করেছে জেলার সাংবাদিকরা।

শক্তিপথ কী ও কেন ?

তপন কুমার ঘোষ

আমি দু'বার আমেরিকা গেছি। ২০১০ ও ২০১১ সালে আগষ্ট মাসে। ওই সময় ওখানে গরমের ছুটি থাকে, তাই লোকজনের কাজ একটু হাল্কা থাকে। এজন্য, বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে পারে। দুইবারে মোট ৫৬ দিনের সফরে আমি খুব কমই বেড়ানোর জায়গায় গেছি। যতটুকু মনে পড়ছে, ওই দুইবারে আমি বেড়াতে বা শুধু দেখতে গেছি গ্রাউন্ড জিরো, নাসা, মিশিগান লেক, শিকাগো বিশ্বধর্ম সভা স্থান, বস্টন এম আইটি, হোয়াইট হাউস, ম্যাডিসন স্কোয়ার। আর তেমন কিছু মনে পড়ছে না। এমনকি স্ট্যাচু অব লিবার্টি দেখতে যাওয়ারও সময় পাইনি। বাকি সমস্ত সময়টাই আমার কেটেছে বহু ছোট বড় মিটিং করতে এবং বহু মানুষের সঙ্গে দেখা করে আলাপ আলোচনা করতে।

এর ফলে অনেকের সঙ্গে গভীর ঘনিষ্ট সম্পর্ক তৈরি হয়েছে। অল্প কয়েকজন বাদে এরা সবাই ভারতীয় হিন্দু। এদের অনেকেই আজ আমার সক্রিয় সহযোগীতে পরিণত হয়েছে। এদের মধ্যে বেশিরভাগই ৩০-৪৫ বছর এজ গ্রুপের মধ্যে। এছাড়া কয়েকজন অনেক বেশি বয়সের মানুষের সঙ্গেও আমার খুবই ঘনিষ্ঠতা হয়েছে। আমি অবাক হয়ে দেখেছি এরা ৪০-৪৫ বছর আগে ভারত ছেড়ে আমেরিকায় গিয়ে স্থায়ী বাসিন্দা হলেও আজও তাঁদের মনে অন্ততঃ ৮০ শতাংশ স্থান দখল করে আছে ভারত। নারায়ণ কাটারিয়া, আরিশ সাহানি, দিলীপভাই মেহেতা—এদের বয়স সত্তরের উপরে। কিন্তু সারাক্ষণ এরা শুধু ভারতের কথাই ভাবেন আর ভারতের জন্যই কাজ করেন। এদের মধ্যে দিলীপভাই মেহেতার কথা বিশেষ করে বলব।

দিলীপজীর মূল বাড়ি গুজরাটে। ৪০ বছর আগে যৌবনে আমেরিকা গিয়ে টেক্সাস রাজ্যে বৃহত্তর হিউস্টন শহরের সুগারল্যান্ড শহরে তিনি থাকেন। গণিতের অধ্যাপক ছিলেন। রিটায়ার করার পর এখনও অধ্যাপনা করেন। কারণ সারাজীবন শুধু ভারত ও হিন্দুধর্মের জন্য কাজ করতে গিয়ে তিনি যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ সঞ্চয় করে রাখতে পারেননি। আমি দু'বারই হিউস্টন গিয়ে তাঁর বাড়ি গেছিলাম। তিনিও গত ডিসেম্বরে (২০১২) কলকাতায় এসেছিলেন আমাদের কাজ স্বচক্ষে দেখার জন্য। দিলীপজী আমার জীবনে এক প্রেরণাস্তম্ভ হয়ে দাঁড়িয়েছেন।

দিলীপজীর বয়স ৭০ পার করলেও বড় গাড়ি চালান ২৫ বছরের যুবকের মতো। তিনি সাহসী ও সক্রিয়। তাঁর সঙ্গে আমি বহু সময় কাটিয়েছি। তাঁর চিন্তাভাবনা ও অভিজ্ঞতার অনেকটাই জানতে পেরেছি। তিনি একজন আমার মতই কট্টর হিন্দু, কিন্তু নিষ্ঠাবান হিন্দু নন। আমাদের চিন্তাভাবনা এইরকম—মন্দিরের পুজারী ও ভক্ত উভয়কেই নিষ্ঠাবান হতে হবে। কিন্তু মন্দিরের দারোয়ান বা প্রহরীকে সজাগ, সাহসী ও তৎপর হতে হবে। তার জন্য শুধু নিষ্ঠাটাই যথেষ্ট নয়। আমরা নিজেদের জন্য হিন্দুধর্ম, হিন্দু সমাজ মন্দির ও হিন্দুরাষ্ট্র মন্দিরের সজাগ প্রহরী বা দারোয়ানের ভূমিকা বেছে নিয়েছি। দিলীপজী সুদূর আমেরিকাতে বসে ভারতের জন্য দিবারাত্র যেভাবে কাজ করছেন তা থেকে আমার মনোবল অনেকটাই বেড়েছে।

হিউস্টন শহরে হিন্দুদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রায় ৩৫টি মন্দির আছে। স্বামীনারায়ণ, দুর্গাবাড়ি, আর্যসমাজ প্রভৃতি। এর সর্বগুলিতেই তিনি যাতায়াত করেন, কোঅর্ডিনেশন করেন ও সকলকে ভারতের জন্য ও ভারতের হিন্দুদের জন্য কিছু করতে অনুপ্রাণিত করেন। ভারত থেকে প্রায় সমস্ত ধর্মগুরুরা আমেরিকা সফরে যান। আমেরিকার হিন্দুদের এই ধর্মগুরুদের প্রতি ভক্তি কম নেই। তারা ওই গুরুদেরকে দুহাতে টাকা ঢেলে দেন। কিন্তু এই গুরুরা ভারতের হিন্দু সমাজকে রক্ষার কাজ ও হিন্দু ধর্মের অপমানের প্রতিকারের জন্য কিছুই করেন না। তা দেখে দিলীপজী মনে ব্যথা পান ও হায় হায় করেন। ভারতে হিন্দুদের অধঃপতনের জন্য তিনি খুবই দুঃখিত ও চিন্তিত। হিন্দুদের কাপুরুষতা ও দুর্বলতা তিনি কিছুতেই মেনে নিতে পারেন না। তাঁর একটি অভিজ্ঞতার কথা বলি। দিলীপজী তখন নতুন আমেরিকায় গেছেন। একদিন একটি ব্যাঙ্কে গেছেন। ব্যাঙ্কের ভিতরে চেয়ারে বসে আছেন। তিনি দেখলেন, একজন স্বাস্থ্যবান কালো চামড়ার লোক ব্যাঙ্কের দরজায় দাঁড়িয়ে আছে দরজাটা খুলে। ব্যাঙ্কের একজন মহিলা সিকিউরিটি স্টাফ ওই লোকটিকে গিয়ে বলল, দরজা ছেড়ে ভিতরে আসতে, কারণ ব্যাঙ্কে এ.সি. চলছে। তাই দরজা খোলা রাখা যাবে না। লোকটি পাত্তা দিল না। মহিলাটি দ্বিতীয়বার গিয়ে একই কথা বলল। কিন্তু লোকটি শুনল না। একইভাবে কাঁচের দরজা খুলে দাঁড়িয়ে রইল। ওই মহিলা তারপর ওই লোকটির কাছে গেল। এবং কোন কথা না বলে হাতের কনুই দিয়ে সজোরে তাকে ধাক্কা মারল। অপ্রত্যাশিত এই ধাক্কা খেয়ে লোকটি ব্যাঙ্কের বাইরে ছিটকে পড়ল। এই দৃশ্য দেখে দিলীপজীর মনে হল— ''আমরা এতদিন মা দুর্গার কথা শুনেছি। কিন্তু এ যেন স্বচক্ষে মা দুর্গাকে দেখলাম, যা ভারতে কোনদিন দেখিনি।' প্রায় ৪০ বছর আগে দেখা সেই দৃশ্য আজও দিলীপজীর স্মরণে আছে। দিলীপজীর মনে হয়—আমরা হিন্দুরা শুধু ধর্মের কথা বলি, কিন্তু ধর্মের শিক্ষা নিইনা, ধর্ম আচরণ করি না। আর আমেরিকানরা ধর্ম আচরণ করে এবং তা আমাদের হিন্দু ধর্ম। আমেরিকার লোকেরা খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বী। যীশুখ্রিষ্টকে যারা ক্রুশবিদ্ধ করেছিল, যীশু তাদেরকেও ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। কিন্তু যীশুর অনুগামীরা ক্ষমা করে না। যে তাদের ক্ষতি করে, তাকে তারা শাস্তি দেয়।

আমেরিকার ওই মহিলা সিকিউরিটি গার্ডের আচরণ থেকে কয়েকটি জিনিস নজরে আসে। (১) তারা অন্যায়কে মেনে নেয় না; (২) তারা Passive বা নিষ্ক্রিয় নয়; (৩) অন্যায়কারীকে শাস্তি দিতে দ্বিধা করে না; (৪) অন্যায়ের প্রতিকারের জন্য শক্তিপ্রয়োগ করতে দ্বিধা করে না। এই চারটি থেকে যে সূত্রটি বেরিয়ে আসে তা হল এই—শক্তি দ্বারাই অন্যায়ের প্রতিকার করতে হবে। এই চিন্তাধারাকে যদি একটা মতবাদ বলা যায়, তাহলে তার নাম হবে 'শক্তিবাদ'। এর ইংরাজি অনুবাদ করা কঠিন। কারণ 'শক্তি'-র অনেকগুলি ইংরাজি প্রতিশব্দ আছে। Strength, Power, Energy, Force ইত্যাদি। 'মতবাদ' কে বলা হয় 'ism'। শক্তিবাদ-এর অনুবাদে এই চারটি শব্দের কোনটার সঙ্গে ism যোগ করা যাবে ? সিদ্ধান্ত করা কঠিন। কিন্তু শব্দ যাই হোক না কেন, এই চিন্তাধারা বা এই মতবাদ অনুসারে কর্তব্যটা কী—তা বুঝতে কোন অসুবিধা নেই।

বুঝতে তো অসুবিধা নেই। কিন্তু এই চিন্তাধারা বা মতবাদকে স্বীকার করতে ও গ্রহণ করতে অসুবিধা আছে। কারণ, প্রথমতঃ এই পথে হিংসা আছে। দ্বিতীয়তঃ, আমরা গত ৫০০ বছর ধরে অন্যায়ের প্রতিকারের জন্য অন্য একটা পথের কথা জেনেছি ও শিখেছি। তারজন্য আমরা গর্ব অনুভবও করি। আধুনিক ভাষায় তার নাম Passive resistence বা নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ। এরই একটু প্রসারিত বা প্রশস্ত সংস্করণ হল গণ আন্দোলন। চৈতন্যভক্তরা দাবী করেন—এটা চৈতন্যদেবের আবিষ্কার। চাঁদ কাজীর অন্যায় আদেশের বিরুদ্ধে এই অস্ত্রকে প্রয়োগ করেছিলেন চৈতন্যদেব। বিশ্বে সেটাই ছিল এই অস্ত্রের প্রথম প্রয়োগ। এই কৃতিত্ব যদি চৈতন্যদেবকে দিতেও হয়, আপত্তি নেই। কিন্তু দুটি কথা, দুটি সত্য আমাদের নজরের বাইরে গেলে চলবে না। (১) আমাদের শাস্ত্র বা কোনো পুরাণে এর কোন উদাহরণ নেই। রামায়ণ, মহাভারতেও নেই। সুতরাং এই পদ্ধতি আমাদের শাস্ত্রসম্মত—এটা জোর দিয়ে বলা যায় না। (২) এই পদ্ধতির প্রয়োগে চৈতন্যদেবের দল বেড়েছে, কিন্তু যে সমাজে এই দল এবং যে সমাজকে বাঁচানোর জন্য তিনি এই পদ্ধতি আবিষ্কার ও প্রয়োগ করেছিলেন, সেই সমাজ অনেক ছোট হয়ে গিয়েছে। পূর্ববঙ্গে ও মণিপুরে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রভাব বেশি ছিল। এই দুটি স্থানেই সার্বিকভাবে হিন্দু সমাজ পরাজিত ও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে। পূর্ববঙ্গ মুসলমানের অধীন হয়েছে ও মণিপুরে খ্রীষ্টানের সংখ্যা ও শতাংশ অনেক বেড়েছে।

শ্রীচৈতন্যদেবের প্রায় ৪০০ বছর পর হল আমাদের দেশে গান্ধীবাবার আবির্ভাব। ইনি ছিলেন রামভক্ত। রামনাম মুখে না নিয়ে কোন কাজ করতেন না। কিন্তু রাম কোনদিন অন্যায়কারীর সামনে ধর্না দেননি, অসহযোগ আন্দোলন করেননি, সত্যাগ্রহ করেননি, আবেদন নিবেদন করেননি। বালক বয়সে রাম তাড়কা রাক্ষসীকে দেখে যা করেছিলেন, তার নাম কি গান্ধীবাদ ? সেতু বাঁধতে সমুদ্র যখন রাস্তা দিচ্ছিল না, তখন রাম কি তার সামনে সত্যাগ্রহে বসেছিলেন ? বালীকে বধ কোন্ উপায়ে করেছিলেন ? রাবণের পুত্র ইন্দ্রজিদের কাছে লক্ষ্মণকে কি ধর্না দিতে পাঠিয়েছিলেন ? কুম্ভকর্ণ ও রাবণের মন জয় করার জন্য এবং রাবণকে পাপের বোঝা থেকে মুক্ত করার জন্য রামচন্দ্র তাদের সামনে সত্যাগ্রহে বসেছিলেন কি ? ব্রিটিশকে তাড়ানোর জন্য গান্ধীজী তাঁর আন্দোলনের পক্ষে এই যুক্তিই দিতেন যে ভারতের উপর শাসন চালিয়ে ব্রিটিশের বড় পাপ হয়ে যাচ্ছে। তাতে ব্রিটিশ জনগণের খুব অকল্যাণ হচ্ছে। তাই তাদের কল্যাণ করতেই তিনি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন করছেন। রামচন্দ্র ও রাবণকে পাপ মুক্ত করেছিলেন। তবে তাকে খতম করে, ধরিত্রী মাতাকে ভারমুক্ত করে। রামভক্ত গান্ধী ব্রিটিশকে পাপমুক্ত করতে গিয়ে তার সমস্ত পাপের বোঝাটা ভারতের ঘাড়ে চাপিয়ে দিলেন। আর সেই পাপে ভারত দ্বিখণ্ডিত হল। পাঁচ কোটি মানুষ গৃহহীন রিফিউজি হল। পাঁচ লক্ষ হিন্দুনারীর সতীত্ব নষ্ট হল। দশ লক্ষ হিন্দু নিহত হল। এবং সেই দেশভাগের ক্ষত আজও দগদগে। কাশ্মীর, আসাম ও পশ্চিমবঙ্গের মাটি থেকে সেই ঘায়ের রক্ত ও পূঁজ আজও বেরোচ্ছে এবং তা গোটা ভারতকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলছে।

এই বিশ্লেষণ অনুসারে সহজেই বোঝা যায় যে গান্ধীবাবা রামভক্ত ছিলেন না, রামনামের ভক্ত ছিলেন। রামের আদর্শ থেকে তিনি শিক্ষাগ্রহণ করেননি। শুধু রামের নাম নিয়ে রাজনীতির ব্যবসা করেছেন। গুজরাটি বৈশ্য প্রতিভার এক অপূর্ব নিদর্শন। ব্যবসায়ীরা ব্যবসা করেন কোন মাল কেনাবেচা করে। আর এই অদ্বিতীয় গুজরাটি ব্যবসায়ীটি কোন মাল ছাড়াই ফ্রি-তে পাওয়া রামের নাম নিয়েই এক বিরাট ব্যবসা ফেঁদে বসলেন। তাঁর এই অদ্ভুত ব্যবসায়ী প্রতিভা দেখে জাত ব্যবসায়ী ঘনশ্যাম দাস বিড়লার মত ব্যক্তিও তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়েছিলেন এবং তাঁর জন্য নিজের কোষাগার উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন। এর জন্য বিড়লাজীকে অবশ্য বঞ্চিত হতে হয়নি। তাঁর চতুর্থ পুরুষ পর্যন্ত এখনও ডিভিডেন্ড পেয়ে যাচ্ছে। আরও কত প্রজন্ম পাবে তা বলার ক্ষমতা আমার নেই।

তাই রামনামের এই ব্যবসায় গান্ধী হলেন মহাত্মা, নেহেরু হলেন রাজা, বিড়লা হলেন কুবের। কিন্তু দেশ হল ভাগ, সমাজ হল ছিন্নভিন্ন, ধর্ম হল অপমানিত, মানুষ হল রিফিউজি। গান্ধী রামের শুধু নাম না নিয়ে যদি রামের মত কাজ করতেন এবং রামের পথ অনুসারে চলতেন তাহলে আমাদের এই দুর্দশা হত না।

আমি স্পষ্ট করে বলতে চাই রামের পথ ও গান্ধীর পথ সম্পূর্ণ আলাদা ছিল। রামের নাম নিয়ে গান্ধী সাধারণ মানুষকে ধোঁকা দিয়েছিলেন। শুধু ধোঁকা দিয়েছেন তাই নয়, তিনি রামের নাম নিয়ে সাধারণ মানুষকে বিপথগামীও করেছেন, যার পরিণাম হয়েছে ভয়াবহ। গান্ধীর পথকে বড়জোর শ্রীচৈতন্যদেবের পথ বা বুদ্ধদেবের পথ বলা যেতে পারে। কিন্তু তা কখনই রামের পথ নয়। রামের পথ ছিল সম্পূর্ণ পৃথক। তা ছিল শক্তির পথ, শক্তি প্রয়োগের পথ। সুদূর আমেরিকার ব্যাঙ্কের ওই সিকিউরিটি গার্ড বলশালিনী মহিলাটি রামের ওই পথের অনুসারী। গান্ধীবাবা কখনই এই শক্তিপথের অনুসারী ছিলেন না। তাঁর পথ ছিল পিটিশন, আবেদন-নিবেদন, গোলটেবিল বৈঠক, অহিংস সত্যাগ্রহ ও অনশনের পথ। রাম কিন্তু সারাজীবনে একবারও অনশন করেননি। শত্রুর সামনে তো নয়ই, এমনকি মিত্রর সামনেও নয়। অনেকেই জানেন না—রাম যখন সোনার হরিণ মারতে গিয়েছিলেন, তারপর মায়াবী মারীচ যখন রামের তীর খেয়ে তার আসল রাক্ষস রূপ প্রকট করে নিহত হল, এবং মরার আগে রামের গলা নকল করে 'লক্ষ্মণ বাঁচাও' বলে মরে গেল, তখন রাম দ্রুত তাঁর কুটিরের দিকে ফেরার সময়ও আরেকটি হরিণ শিকার করে নিয়ে এলেন খাওয়ার জন্য। এই ঘটনা মূল সংস্কৃতে বাল্মীকি রামায়ণে আছে। সুতরাং স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে রামের পথ আলাদা, গান্ধীর পথ আলাদা। গান্ধী রামভক্ত ছিলেন না। হয়তো রামনাম ভক্ত হলেও হতে পারেন।

রামের পথ ছিল শক্তিপথ। সেই পথের যোগ্য অনুগামী ছিলেন লক্ষ্মণ, জটায়ু, হনুমান, অঙ্গদ

শেষাংশ ৪ পাতায়

৩য় পাতার শেষাংশ

শক্তিপথ কী ও কেন?

প্রভৃতিরা। সেই পথ তৎকালীন ভারতকে সন্ত্রাসমুক্ত করেছিল। আর গান্ধীর আপস-মীমাংসার পথ বর্তমান ভারতকে সন্ত্রাসযুক্ত করেছে। বর্তমানে সারা বিশ্বের পরিস্থিতির দিকে যদি তাকাই তাহলে দেখব পৃথিবীর প্রত্যেকটি প্রভাবশালী দেশই ওই শক্তিপথটি অনুসরণ করে। আমেরিকা, চীন, রাশিয়া, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, কোনো দেশই এর ব্যতিক্রম নয়। আর সুইডেন, সুইজারল্যান্ড, দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান প্রভৃতি যেসব দেশ উন্নত অথচ নিজেরা শক্তিশালী নয় তারাও কোন না কোন শক্তিশালী দেশের ছত্রছায়ায় আছে। আজকের পৃথিবীতে নিজ দেশের উন্নতি করে টিকে থাকতে হলে হয় নিজেকে শক্তিশালী করতে হবে অথবা কোন শক্তিশালী দেশের ছত্রছায়ায় থাকতে হবে, যাতে বলে জোট। ভারত এই দুয়ের মাঝখানে থেকে নিজের অস্তিত্বকেই বিপন্ন করে তুলছে। এটাও গান্ধীবাবার এক শিষ্যের অবদান। সেই শিষ্য ছিলেন চূড়ান্ত ভণ্ড ও কল্পনাবিলাসী। নাম তাঁর নেহেরু। এর ভণ্ডামির কথা লিখতে হলে ১০০০ পাতার বই লিখতে হবে। পৃথিবীতে খারাপ লোক অনেক এসেছে। কিন্তু ভণ্ডামিতে ইনি বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হওয়ার যোগ্য। এঁর নাম থেকেই ভণ্ডামির শুরু। নাম লিখতেন পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু। লোকে ভাবত ইনি বুঝি এক বড় পণ্ডিত। লোকের এই ভাবনাটাকে ইনি প্রশ্রয় দিয়ে বেশ উপভোগ করতেন। অথচ এদেশে যাদেরকে পণ্ডিত উপাধি দেওয়া হয় তাঁরা অবশ্যই সংস্কৃত ভাষা ও হিন্দু শাস্ত্র ও দর্শনে প্রকাণ্ড বিদ্বান। নেহেরু সংস্কৃত ভাষা তো জানতেনই না, এমনকি সংস্কৃতের প্রতি তাঁর ছিল এক অবিমিশ্র তাচ্ছিল্য ও ঘৃণা। ভারতের যা কিছু প্রাচীন সেই সবকিছুর প্রতি নেহেরুর ছিল তাচ্ছিল্যভাব। আর তাঁর শ্রদ্ধা ছিল মদের বোতল, শ্যাম্পেনের গ্লাস, সাদা চামড়ার মহিলা, বলড্যান্স ও ইংরাজি ভাষার প্রতি। তাহলে তাঁকে পণ্ডিত বলা হত কেন? কারণ তিনি ছিলেন কাশ্মীরী পণ্ডিত বংশের লোক। সেই হিসেবে পণ্ডিত। পাণ্ডিত্যের হিসাবে নয়। অর্থাৎ নেহেরু চাচা তাঁর নাম দিয়েই দেশকে ধোঁকা দেওয়া শুরু করেছিলেন। তাঁর ধোঁকা জনগণের কাছে এমনই প্রবাদে পরিণত হয়েছিল যে তাঁর মৃত্যুর পরে জনগণ তাঁকে স্বতঃস্ফূর্ত শ্রদ্ধার্ঘ্য জানিয়েছিল এই বলে যে, নেহেরুজী বিশ্বকে দিয়ে গিয়েছেন গ্যাস, ইন্দিরাকে ক্যাশ আর ভারতকে অ্যাশ। এর থেকে যোগ্য শ্রদ্ধার্ঘ্য আর কী হতে পারে!

ভারতের দুর্ভাগ্য আর গান্ধীর দুর্বলতায় এই ভণ্ড ও কল্পনাবিলাসী নেহেরু হয়েছিলেন স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে নেহেরুর এই ভণ্ডামি ও কল্পনাবিলাসের পরিণামে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ভারতের আজ এই দুর্দশা। তিনি জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন করতে গিয়েছিলেন। গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল! খেলেন চীনের গুঁতুনি। দেশ হল পরাজিত অপমানিত, আর উনি হলেন পক্ষাঘাতগ্রস্ত। তাঁর ওই কল্পনাবিলাসের জন্য ভারত নিজেও শক্তিশালী হল না, কোন জোটেও গেল না। ব্রিটিশ আমলের ডিফেন্স ফ্যাক্টরিগুলোতে হ্যারিকেন আর বাসনকোসন তৈরি করতে লেগেছিলেন। চীনের চাবুকে সম্বিত ফিরেছিল, যে চীনের সঙ্গে তিনি হিন্দী-চীনী ভাই ভাই এর ধাষ্টামো করছিলেন। নেহেরুর সেই গ্যাসীয় বিদেশ নীতির পরিণামে আজ ভারতের প্রায় সকল প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলি শত্রুতে পরিণত হয়েছে। এইরকম দুর্দশা পৃথিবীর আর কোন বৃহৎ শক্তিধর দেশের হয়নি। গান্ধীর কাপুরুষনীতি ও নেহেরুর কল্পনাবিলাসের ফলে আজ আমাদের এই অবস্থা। ১৯৪৭ সাল থেকেই ভারতের শক্তিপথ অনুসরণ করা উচিত ছিল। জাতীয় আয়ের এক-পঞ্চমাংশ অর্থাৎ ২০ শতাংশ প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় করা উচিত ছিল। যখন কোন বড় কলকারখানা তৈরি হয়, তখন প্রথমেই তার চারদিকে শক্ত বাউন্ডারি ওয়াল তৈরি করতে হয়। তার পর মেশিন বসানো হয় ও উৎপাদন শুরু হয়। সম্পদবৃদ্ধির আগে সম্পদকে রক্ষার ব্যবস্থা করতে হয়। সেদিন এই কাজ করা হলে আজ আমাদের দেশের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা খাতে এত বিপুল ব্যয়ও করতে হত না, কাশ্মীরে এত মূল্য দিতে হত না, উত্তর-পূর্বাঞ্চলে এতগুলি খ্রিস্টান রাজ্য ও উগ্রপন্থা তৈরি হত না, এবং সর্বোপরি সারা ভারতে কয়েক হাজার মিনি পাকিস্তান তৈরি হত না যেখানে পুলিশ, বিদ্যুৎ, স্বাস্থ্য, আবগারি ও আয়কর বিভাগের সরকারি কর্মচারীরা ঢুকতে ভয় পায়। সেখানে এদেশের সরকারের আইন চলে না, ইসলামের আদেশ চলে।

এ সবই হল শ্রীরামের পথ শক্তিপথ থেকে বিচ্যুত হওয়ার পরিণাম। ভারতকে আবার সেই পথে ফিরিয়ে আনতে হবে। ভীরুতা, দুর্বলতা, কাপুরুষতার পথ ত্যাগ করতে হবে। তার জন্য ভারতের মানসজগতে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে হবে। সেই পরিবর্তন হবে রামায়ণ, মহাভারত, বেদ, উপনিষদ, পুরাণ ও গীতার উপর ভিত্তি করে। গীতগোবিন্দ বর্ণিত রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার উপর ভিত্তি করে নয়।

চুরি হওয়ার আশঙ্কায় অনিদ্রায় রাত কাটাচ্ছে তুফান সর্দারের পরিবার

তুফান সর্দার ও তার পরিবার দক্ষিণ ২৪ পরগণার জয়নগরের বানেশ্বরপুর গ্রামে বাস করে। ৪ঠা জুন রাত্রির ১টার সময় মহম্মদ বেটে মন্ডল নামক এক চোর তাদের বাড়িতে ঢোকে। তুফান ও তার পরিবারের কথা অনুযায়ী মহম্মদ বেটে তাদের বাড়িতে ঢুকে সোজা ঠাকুরঘরে চলে যায় ও লাইট জ্বালিয়ে পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করে। বিপদ আশঙ্কা করে তুফান ও তার দাদা চিৎকার করলে মহম্মদ বেটে মন্ডল তখনকার মতো পালিয়ে যায়। কিন্তু দু ঘণ্টার মধ্যে সে আবার তুফান সর্দারের বাড়ি ফিরে আসে। কুকুরের চিৎকারে আবার তুফান সর্দার ও তার বাড়ির লোক জেগে ওঠে এবং মহম্মদ বেটেকে হাতেনাতে ধরে ফেলে। আশেপাশেও তখন লোক জড়ো হয়ে গেছে। তারা বেটে-কে ব্যাপক মারধোর করে। পরে বেটে মহম্মদের বাবাকে ডেকে তার ছেলের কুকীর্তি দেখালে মহম্মদের বাবা ছেলেকে অস্বীকার করে এবং তুফানদের যা খুশি তাই করতে বলে। আগেই বেটে মহম্মদকে মারধোর করা হয়েছিল বলে দয়াপরবশ হয়ে তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

কিন্তু পরিস্থিতিটা আশ্চর্যজনকভাবে পরদিন পাল্টে যায়। সকালবেলায় ১০০ জন সশস্ত্র মুসলমানের একটি দল তুফান সর্দারের বাড়ি যায় গত রাতে বেটে মহম্মদকে মারার বদলা নিতে এবং সেই দলের মধ্যে বেটে মন্ডলের বাবাও ছিল। কিন্তু তুফান সর্দার ও তার পরিবারসহ আশপাশের হিন্দুরা তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তোলে এবং সময় মতো পুলিশ চলে আসায়া মুসলমানরা কিছু করতে পারেনি।

কিন্তু এখনও মাঝে মাঝে রাতে চোর তুফানবাবুর বাড়িতে আসছে। এমতাবস্থায় তুফান সর্দারের পরিবার অনিদ্রায় রাত্রি যাপন করতে বাধ্য হচ্ছে।

রাজবাড়ির আদিবাসীরা সংকটে

উত্তর ২৪ পরগণার সন্দেশখালি থানার রাজবাড়ি মৌজার হাটগাছি গ্রামে আদিবাসী হিন্দুদের বাস। এই গ্রামের মাঝে সর্বসাধারণের ব্যবহারযোগ্য ৯৬৯ দাগের একটি পুকুর আছে। পুকুরটির চারদিকের জমির পরিমাণ ৪৭ শতক, খতিয়ান ৪। পুকুরটির উত্তর দিকে রয়েছে পি.ডব্লু.ডি. রোড ও হিন্দুদের গ্রাম। পূর্ব দিকে একটি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, পশ্চিমদিকে ৯৭০ দাগের একটি কালীমন্দির ও মন্দির সংলগ্ন সর্বসাধারণের ব্যবহারযোগ্য একটি স্থান আছে। পুকুরের দক্ষিণ দিকে মুসলমানরা বাস করে।

হিন্দুরা মন্দির সংলগ্ন এই পুকুরটির জল মন্দিরের পূজার কাজে ব্যবহার করে। এর কিছুদূরে আর একটি পুকুর আছে সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য। ১৯৭৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার এলে অঞ্চলের মুসলমানরা বলে তাদের মাদ্রাসার উন্নয়নের জন্য ঐ পুকুরটিকে তারা ব্যবহার করতে চায়। পুকুরের মাছে বিক্রির টাকা তারা মাদ্রাসার কাজে লাগাবে। সরকার তাদের মৌখিক সম্মতিও জানায়। কিন্তু পুকুরের জল তারা কোনদিন ব্যবহার করতো না। এইভাবে দীর্ঘ তিন দশক চলে যায়।

কিছুদিন আগে হঠাৎই মুসলমানরা পুকুর সংলগ্ন জমি দখল করার চেষ্টা করে। হাটগাছির দক্ষিণে বাসকারী মুসলমানরা পি.ডব্লু.ডি.-র জমি দখল করে এবং পুকুরের বেশ কিছু অংশ ঘিরে দোকান করার জন্য লোহার রড পুঁতে দোকান তৈরির কাজ শুরু করে। মুসলমানদের এই অনৈতিক কাজের প্রতিবাদ করে হিন্দুরা। তারা সমবেতভাবে থানায় রিপোর্ট করে এবং কোর্টেও এর বিরুদ্ধে কেস করে। পুলিশ এসে মুসলমানদের বেআইনি নির্মাণ বন্ধ করে দেয়। বর্তমানে জায়গাটি লোহার রড পোঁতা অবস্থায় পড়ে আছে।

দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে হাটগাছি গ্রামের লোকেরা জানে মুসলমানেরা একবার পুকুরের ধারে বেআইনি দোকান গড়ে তুললে তা আগামীদিনে হিন্দুদের কাছে বিপদের কারণ হবে। তাদের আশঙ্কা মুসলমানরা ওখানে গো-মাংসের দোকান করবে। গরুর রক্ত এসে পড়বে সেই পুকুরে, যে পুকুরের জল হিন্দুরা কালীমন্দিরের পূজার কাজে ব্যবহার করে। হাটগাছি গ্রামের সমস্ত হিন্দু আজ এক হয়ে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছে। গ্রামের মাধব কর্মকার, নীলু বিশই, কমল বিশই, অঙ্গদ মন্ডল ও অজয় কর্মকারের নেতৃত্বে প্রতিরোধ গড়ে উঠেছে। গ্রামবাসীরা হিন্দু সংহতির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এসে সংহতি সভাপতি তপন ঘোষের সঙ্গে দেখা করলে শ্রীঘোষ তাদের সমস্তরকম সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দেন। এরকম পরিস্থিতিতে তাদের করণীয় কর্তব্য সম্পর্কেও সচেতন করেন। গ্রামবাসীরা বৃহত্তর আন্দোলনে গেলে হিন্দু সংহতি তাদের পাশে থাকবে বলে জানান।

আমতায় সি.টি.সি. বাসস্ট্যান্ডের পর আবার কলতলায় মার খেল দুষ্কৃতিরা

গত ৫ই জুন হাওড়া জেলার আমতা অঞ্চলের কলকাতার মোড়ে বিকাল ৫টা নাগাদ খৈনানের বোরখা পরা এক মুসলমান মহিলা ফল কিনতে এক ফলের দোকানে আসে। ফল বিক্রেতাও ছিল একজন মহিলা। মুসলমান মহিলাটি ফল কেনার সময় বেশ কিছু লিচু চুরি করে বোরখার মধ্যে রাখে। ফল বিক্রেতা মহিলাটি হাতে-নাতে ধরে ফেললে মুসলিম মহিলাটি তর্ক শুরু করে দেয়। এই বচসার মধ্যে ফলবিক্রেতা মহিলাটি ঐ মুসলমান মহিলার গালে চড় মারে। মুসলিম মহিলাটি তাকে দেখে নেবে বলে হুমকি দেয় এবং ফোন করে আধঘণ্টার মধ্যে খৈনান, গাজিপুর, দেওড়া, চন্দরপুর থেকে প্রায় ১০০ জনের মতো মুসলমানকে ডেকে আনে। মুসলিমরা মারের বদলে মার চাই বলে এলাকায় তাণ্ডব শুরু করে। কিছুক্ষণ এই অবস্থা চলার পর আর থাকতে না পেরে সমস্ত দোকানদারেরা এক হয়ে নাইট গার্ডের লাঠি দিয়ে মুসলমানদের পেটাতে শুরু করে। ভালোরকম মার খেয়ে মুসলমানরা রণেভঙ্গ দিয়ে এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায়।

পরদিন মুসলমানরা একজোট হয়ে আমতা থানায় এ ব্যাপারে অভিযোগ জানায়। অভিযোগ পেয়ে আমতা থানার মেজবাবু এলাকায় আসে এবং হিন্দু দোকানদারদের তড়পাতে থাকে, কেন তারা মুসলমানদের মারধোর করলো। চুরি যখন করেছিল তখন ঐ মহিলাকে থানায় দিতে পারতো। এরপর মেজবাবু বলেন যে, ঐ ফলের দোকান বন্ধ করে দিতে হবে। তখন স্থানীয় হিন্দু ও দোকানদাররা একজোট হয়ে পুলিশের এই কথার প্রতিবাদ করে ও পুলিশের দিকে তেড়ে যায়। তখন ঐ স্থান থেকে পুলিশ পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। ঐদিন রাতেই সমস্ত দোকানদার এক হয়ে মুসলমানদের অনৈতিক কাজ ও পুলিশের অন্যায় আচরণের প্রতিবাদ করে। ফলের দোকানটি খোলা আছে এবং ফল বিক্রেতা মহিলা আগের মতোই ব্যবসা করছে। এর আগে হাওড়া সি.টি.সি. বাসস্ট্যান্ডে মুসলমানরা মার খাওয়ার পর কলতলাতেও হিন্দুরা মুসলমানদের বেধড়ক মেরে প্রমাণ করলো যে আমতায় মুসলমানদের রাজ চলবে না।

কিশোরীকে ধর্ষণ করে খুন করলো দুষ্কৃতি

মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরে চারদিন নিখোঁজ থাকার পর এক কিশোরীর দেহ মিলল গ্রাম লাগোয়া পাট খেতে। গ্রামবাসীদের অভিযোগ মেয়েটিকে ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে। ভগবানগোলা-২ ব্লকের রানিতলার সোনাডাঙা গ্রামের বাসিন্দা বছর ষোলোর ওই কিশোরীর দেহ শনিবার উদ্ধার হয়। মেয়েটির পরিবারের দাবি, এই ঘটনার প্রধান অভিযুক্ত স্থানীয় যুবক হকদার শেখ। মুর্শিদাবাদের এস.পি. হুমায়ুন কবীর বলেন, হকদার শেখের সঙ্গে ওই কিশোরীর প্রণয়ের সম্পর্ক ছিল বলে জানা গিয়েছে। কিন্তু স্থানীয় লোকেদের বক্তব্য যে পুলিশ প্রশাসন মিথ্যা রিপোর্ট দিয়ে দুষ্কৃতিদের দোষ ঢাকতে চাইছে। তাই এস.পি.-র কথা যথার্থ নয় বলে স্থানীয় লোকেদের দাবি। হকদার শেখের লালসার শিকার ওই কিশোরী এটাই সকলে ধারণা। ঘটনার পর থেকেই ঐ দুষ্কৃতি পলাতক। পুলিশ হকদার শেখকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চালাচ্ছে বলে প্রশাসনের দাবী। কিন্তু সাধারণ মানুষ আশ্বস্ত নয়।

গোয়াতে দ্বিতীয় অখিল ভারতীয় হিন্দু অধিবেশন

গত ৬-১০ই জুন হিন্দু জনজাগৃতি সমিতি আয়োজিত দ্বিতীয় হিন্দু রাষ্ট্র অধিবেশন, গোয়া, রামনাথী মন্দিরের সভাগৃহে ভাষণ দিচ্ছেন তপন ঘোষ। মঞ্চে উপবিষ্ট শ্রীরাম সেনার শ্রী প্রমোদ মুতালিক ও জনজাগৃতি সমিতির শ্রী চারুদত্ত পিংলে। এই অধিবেশনে সারা ভারতের মোট ৮০টি হিন্দু সংগঠনের নেতৃস্থানীয় ২৫০ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। পশ্চিমবঙ্গ থেকে ৪টি সংগঠনের ৯ জন প্রতিনিধি যোগ দেন। এছাড়া পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও ভূটানের প্রতিনিধিরাও অংশ নেন।

১ম পাতার শেষাংশ

কামদুনিতে ছাত্রীকে ধর্ষণ ও খুন

নারী নির্যাতন এত বেড়ে গেছে, তা জানান। তাদের প্রত্যেকেরই দাবি দ্রুত বিচারকার্য সম্পাদন করে মানুষরূপী এই পশুদের ফাঁসি দিতে হবে। হিন্দু সংহতির জনসভায় ধর্ষিতা মেয়েটির বাবা ও ভাই উপস্থিত থেকে দোষীদের ফাঁসির দাবি জানান। মিটিং চলাকালীন পুলিশের অসহযোগিতায় সংহতি কর্মীদের সঙ্গে বারবার তাদের বচসা বাধে। বিতর্কের ফলে পুলিশ মছলন্দপুরের সংহতি কর্মী অভিজিৎ মিশ্রকে গ্রেপ্তার করে। পরের দিন তার কোর্ট থেকে জামিন হয়। এরপর সংহতি কর্মীরা মিছিল করে ডি.এম. অফিসে আসে এবং মাননীয় ডি.এম. মহাশয়কে হিন্দু সংহতির পক্ষ থেকে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। হিন্দু সংহতির প্রতিনিধি হিসাবে বিকর্ণ নস্কর, সমীর গুহরায়, ব্রজেন্দ্রনাথ রায়, দেবদত্ত মাজী ও সুন্দরগোপাল দাস ডি.এম.-এর সঙ্গে দেখা করেন। গরু পাচার, নারীর শ্লীলতাহানি ও ধর্ষণ প্রভৃতি বিষয়ে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা হয়। ডি.এম. মহাশয় এসব বিষয়ে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন এবং কামদুনির ঘটনায় দোষীরা যাতে উপযুক্ত শাস্তি পায় তার ব্যবস্থাও করবেন বলে জানান। হিন্দু সংহতির এই মিছিল ও পথসভা বারাসাত সহ গোটা রাজ্যে দারুণ উদ্দীপনার সঞ্চার করে।

১ম পাতার শেষাংশ

রথের দিনে তালতলায় হিন্দু ক্লাব দখল

সাহস থাকবে না। এইভাবে হিন্দু অধ্যুষিত ডক্টর লেন ধীরে ধীরে মুসলমান মহল্লায় পরিণত হবে। পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন এলেই প্রতিবার হিন্দুদের জমি দখল করার মুসলিম অপচেষ্টা দেখা যায়। এবং এটা হতেই থাকবে। মুসলমান সম্প্রদায় টি.এম.সি. ও মমতা ব্যানার্জীকে সাপোর্ট করার মূল্য এভাবেই আদায় করবে। রাজনৈতিক চক্রান্তে পড়ে হিন্দু অধ্যুষিত পশ্চিমবঙ্গ ধীরে ধীরে বাংলাদেশে পরিণত হবে।

১১ই জুলাই দুপুর ২টোর সময় একটি শান্তি বৈঠকের আয়োজন করা হয় তালতলা পুলিশের পক্ষ থেকে। সেখানে ডি.সি. সেন্ট্রাল, অন্যান্য পুলিশ অফিসার, স্থানীয় কাউন্সিলর ইন্দ্রাণী ব্যানার্জী ও ইক্‌বাল আহমেদ (খানাকুল, হুগলী, টি.এম.সি.-র বিধায়ক, কলকাতা কর্পোরেশনের ছয় নম্বর বোরো কমিটির চেয়ারম্যান), স্থানীয় পূজা কমিটির সেক্রেটারি এবং হিন্দু-মুসলমান প্রতিনিধিরা। মিটিং-এ হিন্দুরা জানায় যে পূর্বে যেমন ছিল সেই অবস্থা ফিরিয়ে দিতে, কিন্তু মুসলমানরা তার প্রতিবাদ করে। তাই কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় না। ১৬ই জুলাই উত্তর কলকাতার সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় এলাকায় আসবেন এবং তাঁর সামনে উভয় সম্প্রদায়ের বক্তব্য শোনার পর সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে।

আগে এইরকম ঘটনা গ্রামাঞ্চলে হত। এবার কলকাতায়ও শুরু হয়ে গেল। ২০০৯-এর লোকসভা নির্বাচনের আগে ব্যারাকপুরের সিপিএম-এর দাপুটে এম.পি. তড়িৎ তোপদার ভাঙা মসজিদকে উপলক্ষ করে নিজের ওয়ার্ডে সম্পূর্ণ হিন্দু পাড়ায় এভাবেই মুসলমান ঢুকিয়েছিলেন এবং হিন্দুর সর্বনাশ করেছিলেন মুসলিম ভোট পেতে। ফলে তিনি হিন্দু ভোট হারিয়ে নির্বাচনে পরাজিত হয়েছিলেন। তড়িৎ তোপদারের সেই পরিণতি থেকে তালতলা এলাকার সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় শিক্ষা নেবেন কিনা, সময়ই তা বলবে।

তালতলায় হিন্দুদের পক্ষ থেকে ৩০০ জনের হস্তাক্ষর সহ একটি অভিযোগপত্র থানায় জমা দেওয়া হয়েছে।

বজবজে মিঠাপুকুর গ্রামে হিন্দু সংখ্যালঘু পরিবার বিপন্ন

দক্ষিণ ২৪ পরগণার বজবজ থানার অন্তর্গত মিঠাপুকুর গ্রামটি মুসলিম অধ্যুষিত, মাত্র আটঘর হিন্দু পরিবারের বাস। ঐ গ্রামেরই একটি হিন্দু পরিবারের মেয়ে মৃত্তিকাকে (নাম পরিবর্তিত) গ্রামের আমিরুল শেখ (পিতা শেখ হায়দার আলি) উত্যক্ত করে। পেশায় জরির কাজ করা আমিরুল মৃত্তিকাকে কু-প্রস্তাব দেয় ও যৌন নিগ্রহের চেষ্টা করে। কিন্তু মৃত্তিকা তাকে এড়িয়ে চলতে থাকে।

১১ই জুন আমিরুল মৃত্তিকাদের বাড়ি আসে এবং জোর করে মৃত্তিকাকে নিয়ে যেতে চায়। হতভম্ব বাড়ির লোক কি করবে বুঝে উঠতে না পেরে আশেপাশের হিন্দু পরিবারে খবর দেয়। গ্রামটি মুসলিম প্রধান বলে তারা আমিরুলের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নিতে পারেনি। এরপর উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরা একত্রিত হয়। সিদ্ধান্ত হয় যে আমিরুল মৃত্তিকাকে আর উত্যক্ত করবে না। একথা মৃত্তিকার বাবা সুখেন্দু বিকাশ সর্দারকে জানিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু ১২ই জুন রাত্রি ৯টায় প্রায় ১০০০ মুসলিম মৃত্তিকার বাড়িতে হামলা চালায়। তাদের অভিযোগ, আগের রাতে আমিরুলের উপর মৃত্তিকার বাড়িতে অত্যাচার করা হয়েছে। দু-তিন ঘণ্টা ধরে ঐ বাড়িতে মুসলিমদের তাণ্ডব চলে। এরপর সর্দার পরিবারের জামাই খোকন নস্কর বজবজ থানায় বিষয়টি জানান। বজবজ থানা থেকে একটি বিশাল পুলিশ বাহিনী এসে সর্দার পরিবারকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়। কিন্তু থানায় নিয়ে গিয়ে পুরো সর্দার পরিবারকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। হতবাক সুখেন্দুবাবুকে পুলিশ জানায়, সকালে তাদের বিরুদ্ধে আমিরুল শেখ একটি এফ.আই.আর করে গেছে। সেই ভিত্তিতে ২১৩/১৩ নং কেসে, ৩২৬, ৩৪১, ২২৫ ও ৩৪১ ধারায় তাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এই কেস করার জন্যই আমিরুল মিথ্যে আঘাতের অজুহাতে ই.এস.আই. হাসপাতালে ভর্তি হয়।

সর্দার পরিবারের সুখেন্দুবিকাশ সর্দার, কমলকৃষ্ণ সর্দার (মৃত্তিকার দাদা), কল্পনা সর্দার (মা), অপর্ণা সর্দার (মৃত্তিকার বৌদি), তমসা নস্কর (মৃত্তিকার দিদি) ও মৃত্তিকা গ্রেপ্তার হয়। উল্লেখযোগ্য যে, যারা মৃত্তিকার বাড়িতে ১২ তারিখ রাতে হামলা চালায় সেই আমিরুল, ফারুক, শেখ সাব্বির, জুবা, জাকু ও খাজাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেনি। যদিও পুলিশ যখন সর্দার পরিবারকে উদ্ধার করতে যায়, তখন সেখানে তারা উপস্থিত ছিল। সর্দার পরিবার জামিন পেয়ে আবার মিঠাপুকুর গ্রামের বাড়িতে ফিরে এসেছে কিন্তু নিরাপত্তার কারণে মৃত্তিকাকে তারা অন্যত্র সরিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছে।

ধপধপির দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে উৎসব

দুষ্কৃতিদের নোংরামি রুখে দিল সংহতি কর্মীরা

বারুইপুর থানার ধপধপি অঞ্চলে দক্ষিণেশ্বর মন্দির নামে জমিদার দক্ষিণরায়ের প্রায় ১০০০ বছরের পুরনো একটি মন্দির আছে। মন্দিরটি দঃ ২৪ পরগণার হিন্দুদের একটি তীর্থভূমি। ঐ মন্দিরের ব্রাহ্মণ পরিবার বারুইপুর ব্লক হিন্দু সংহতির সাহায্য চান, কারণ বিগত কয়েক বছর যাবৎ ঐ অঞ্চলে রামনগর, ধপধপি, কুমার হাট, চাঁদখালির মুসলিমদের উপদ্রবে হিন্দুদের বিভিন্ন উৎসবে মন্দির কর্তৃপক্ষের নাভিশ্বাস উঠে গেছে।

ঐ মন্দিরে প্রতি শনি ও মঙ্গলবার মেলা বসে। এছাড়া জ্যাঁতাল উৎসব, চৈত্র সংক্রান্তি সন্ন্যাস উৎসব ও অম্বুবাচি উৎসবে মন্দিরে হাজার হাজার লোকের সমাগম হয়। সামনের একটি বড় পুকুরে হিন্দু মহিলারা স্নান করেন ও দক্ষিণা বাবদ জলে পয়সা ছুঁড়ে দেন। এছাড়া ঐ পুকুরে হাঁস ছাড়ার প্রথা আছে। পুণ্যার্থীদের স্নানের ফলে পুকুরের জল ঘোলা হয়ে পুকুরের মাছ ভেসে ওঠে। উপরে উল্লেখিত মুসলিম পাড়ার ছেলেরা মাছ ধরা ও হাঁস ধরার অছিলায় জলে নেমে ডুব দিয়ে মহিলাদের সঙ্গে অশালীন আচরণ করে। পুকুরের ফেলা পয়সা তোলার জন্য তারা দড়িতে চুম্বক বেঁধে জলে ফেলে, এতে অনেক মহিলা আহতও হয়।

এ বছর, মন্দির কর্তৃপক্ষ হিন্দু সংহতির কাছে উৎসবের দিনগুলোতে সাহায্য চাওয়ার ফলে বারুইপুর ব্লকের হিন্দু সংহতির কর্মীরা সমর ভট্টাচার্য্য এবং সনাতন মণ্ডলের নেতৃত্বে জয়দেব নাইয়া, প্রিয়ঙ্কর সাঁপুই, তপন মণ্ডল, পুলক সরদার, সুব্রত জানা, অভিজিৎ নস্কর, দেবব্রত নস্কর ও অন্যান্য কর্মীদের তত্ত্বাবধানে ঐ মেলা অনুষ্ঠিত হয়। হাজার হাজার পুণ্যার্থী মহিলারা নিরাপত্তা পান ও চুরি-ছিনতাই, পকেটমারি মেলায় হত তা সংহতির কর্মীদের প্রচেষ্টায় বন্ধ হয়ে যায়। প্রশাসনের তোয়াক্কা না করেই সংহতির কর্মীরা জয়ধ্বনি দিতে দিতে এই কাজ সম্পন্ন করে। দক্ষিণেশ্বরের মন্দির কর্তৃপক্ষ মেলাকে সুষ্ঠভাবে পরিচালনার জন্য হিন্দু সংহতিকে কৃতজ্ঞতা জানায়।

এর আগে চৈত্র সংক্রান্তির সন্ন্যাসের সময় হিন্দু সংহতির নেতৃত্বে মেলা ও পূজা দেখাশোনা করা হয়। গত মঙ্গলবার (২৫শে জুন) অম্বুবাচির দিনও হাজার হাজার পুণ্যার্থীদের নিরাপত্তা দেয় হিন্দু সংহতির কর্মীরা।

ছাত্রীর শ্লীলতাহানির দায়ে অভিযুক্ত খোদ শিক্ষক

রবিবার (২০শে জুন) কাশীপুর থানা এলাকায় একটি নাবালিকাকে যৌন নিগ্রহ করার অভিযোগে তার গৃহশিক্ষককে গ্রেপ্তার করলো পুলিশ। ধৃত গৃহশিক্ষক মহম্মদ শামিম ঐ অঞ্চলেরই বাসিন্দা। এলাকার দুই বোনকে নিজের বাড়িতে পড়াতো শামিম। বড় বোনের বয়স ১২, অন্যটির বয়স ৯। ঐদিন সন্ধ্যাবেলায় মহম্মদ শামিমের বাড়ি দুই বোন পড়তে এলে শামিম তার শোওয়ার ঘরে নিয়ে গিয়ে বড় বোনটিকে যৌন নিগ্রহ করে। ছোট বোন তা দেখে ফেলে ও বাড়ি গিয়ে সব কথা বলে দেয়। মেয়েটির পরিবারের লোক এসে শামিমকে পাকড়াও করে। কিশোরীর পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে কাশীপুর থানার পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে। সোমবার শিয়ালদহ এ.সি.জে.এম. আদালতে হাজির করানো হলে বিচারক ধৃতকে ৬ দিনের পুলিশি হেফাজত দেন। দুই নাবালিকার গোপন জবানবন্দীও রেকর্ড করানো হয়েছে।

শ্লীলতাহানির অভিযোগে ধৃত যুবক

এবার ধর্ষণকারীর লালসার শিকার খোদ এস.এফ.আই-এর এক নেত্রী। ঘটনায় মুচিপাড়া থানা অভিযুক্ত রাজাবাজারের বাসিন্দা মহম্মদ ওয়াসিমকে গ্রেপ্তার করেছে। সে পেশায় দর্জি।

ঘটনাটি ঘটে এ.পি.সি. রোডে। অভিযোগকারিণী রবীন্দ্র ভারতীর সাংবাদিকতায় এম. এ. পার্ট ওয়ানের ছাত্রী। ঘটনার দিন সে ধর্মতলায় রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে একটি মিছিলে যোগ দিতে যাচ্ছিল। দুপুর দেড়টা নাগাদ নৈহাটি লোকাল ধরে সে শিয়ালদহ স্টেশনে আসে। মেয়েটির অভিযোগ, যখন সে স্টেশন চত্বর ছেড়ে এ.পি.সি. রোডে পৌঁছায় তখন উল্টোদিক থেকে কয়েকজন বন্ধু নিয়ে মহঃ ওয়াসিম তার পথ আটাকায় ও নানাভাবে উত্যক্ত করতে থাকে। তার গায়ে হাত দিয়ে অশ্লীল মন্তব্যও করে তারা। মেয়েটি একটি ছেলেকে ধরে ফেললেও তার তিন বন্ধু পালিয়ে যায়। মুচিপাড়ার পুলিশ পরে তাদের গ্রেপ্তার করে। দিনে-দুপুরে ঘটা এই ঘটনার আতঙ্কের রেশ এখনো মেয়েটির কাটেনি।

সীমান্তে কৈজুড়িতে বাংলাদেশী গো-পাচারকারীদের দ্বারা আক্রান্ত মহিলা

কামদুনির রেশ কাটতে না কাটতে উত্তর ২৪ পরগণার স্বরূপনগরের সীমান্তবর্তী গ্রাম কৈজুড়িতে আবার মহিলা আক্রান্ত। বুধবার মাঝরাতে বাড়ির দরজা ভেঙে ঢুকে এক মহিলাকে ধর্ষণের চেষ্টা করলো এক বাংলাদেশী দুষ্কৃতি। বাধা পেয়ে প্রথমে মহিলার মাথায় এবং হাতে বাঁশ দিয়ে মারে ঐ দুষ্কৃতি। মধ্য তিরিশের ঐ মহিলা আঘাত পেয়ে মাটিতে ছিটকে পড়ে চিৎকার করতেই ভোজালি দিয়ে তার যৌনাঙ্গে উপর্যুপরি কোপ মেরে সে পালায়। রক্তাক্ত অবস্থায় স্থানীয় বাসিন্দারা মহিলাকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করেন। বর্তমানে ঐ মহিলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

ঠিক সেই সময়েই গ্রামের কয়েকটা বাড়ি পরে আর একদল বাংলাদেশী গরুপাচারকারী মুসলিম দুষ্কৃতিদের হাতে আক্রান্ত হয়েছিল গ্রামেরই এক ২৬-২৮ বছরের গৃহবধূ। দুষ্কৃতিরা তাকে অপহরণ করে নিয়ে যাচ্ছিল। মহিলার চিৎকারে গ্রামবাসীরা দুষ্কৃতিদের তাড়া করলে শেষ পর্যন্ত তারা মহিলাকে একটি পুকুরের মধ্যে ফেলে পালায়। বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া কৈজুড়ি গ্রামের বাসিন্দাদের অভিযোগের আঙুল ওপার থেকে আসা গরুপাচারকারী মুসলিম দুষ্কৃতিদের দিকে।

গ্রামবাসীদের দাবি, বুধবার রাতের এই জোড়া হামলা কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। গত কয়েক মাসে গরুপাচারকারীদের দৌরাত্ম্যে কৈজুড়ি গ্রামের সাধারণ মানুষের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে বি.এস.এফ.-এর হাত থেকে গুলি চালনার ক্ষমতা চলে যাওয়ার পর থেকেই পাচারকারীদের তাণ্ডব সীমান্তবর্তী গ্রামগুলোতে নিত্যদিনের ঘটনা। রাতের অন্ধকার নামতেই এলাকা চলে যায় সীমান্তপারের দুষ্কৃতিদের হাতে। খুন, জখম, যৌন নিগ্রহ এখন গ্রামের প্রতিদিনের ঘটনা। দুষ্কৃতিদের হাতে থাকে ভোজালি, দা, বল্লম প্রভৃতি ধারালো অস্ত্র, শটগান, পিস্তলেরও অভাব নেই। কৈজুড়ি থেকে দশ কিলোমিটার দূরে থানা। তাই পুলিশের সাহায্য মেলা ভার। বি.এস.এফ. জওয়ানও এখানে ঠুঁটো জগন্নাথ। বি.এস.এফ.-এর কাছে সাহায্য চাইলে তারা বলে, গুলি চালানোর হুকুম নেই। গ্রামে ঢুকে পাচারকারীদের হাতে মার খাবো নাকি।

কৈজুড়ি গ্রামের বাঁপাশ দিয়ে চলে গিয়েছে রাস্তা আর গ্রামের পিছনেই আছে আট-দশ গজের একটা খাল, যার ওপারটা বাংলাদেশ। কাঁটাতারের বেড়া পর্যন্ত নেই। ফলে এই গ্রাম গরুপাচার এবং তারসঙ্গে নানা অপরাধের মুক্তাঞ্চল। সীমান্তবর্তী এই গ্রামগুলোর সমস্যাটাই আলাদা। এখানে বারাসতের কামদুনির মতো দুষ্কৃতিদের চিহ্নিত করা ও তাদের বিরুদ্ধে নালিশ করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। তাই কামদুনির সংঘবদ্ধ আন্দোলনের কথা কৈজুড়িবাসীরা শুনলেও তারা সেই পথে হাঁটতে পারে না।

২২শে জুন হিন্দু সংহতির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য বিকর্ণ নস্কর ও ব্রজেন্দ্রনাথ রায় কৈজুড়ি গ্রাম পরিদর্শনে যান। সন্ত্রস্ত ও ক্ষুব্ধ কৈজুড়ি গ্রাসবাসীরা সংহতির প্রতিনিধি দলের কাছে তাদের অত্যাচারিত হওয়ার ঘটনাগুলোকে করুণভাবে বর্ণনা করতে থাকে। গ্রামবাসীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে এসে কোন রাস্তায় গরু পাচার হয় তা বর্ণনা করতে থাকে। প্রতিনিধি দল নিপীড়িতা নিদ্রা গায়েনের বাড়িতে গেলে বাড়িটি তালাবন্ধ অবস্থায় দেখা যায়। গ্রামবাসীদের কাছে জানা যায় যে, তিনি ও তার পরিবার ভয়ে পার্শ্ববর্তী গ্রাম গাবরাঙা-য় গিয়ে তার দিদির বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে। গ্রামবাসীদের কাছ থেকে জানা যায় যে, একবছর আগে একজন বাংলাদেশী গরু পাচারকারীকে ক্ষুব্ধ জনতা পিটিয়ে মারলে স্থানীয় স্বরূপনগর থানার তরফ থেকে ছত্রিশ জন গ্রামবাসীর নামে এফ.আই.আর করা হয়। অথচ ভারতীয় গ্রামবাসী বাংলাদেশীদের দ্বারা আক্রান্ত হলে পুলিশ তাদের কোনরকম সুরক্ষা দেয় না। আরও জানা যায় বি.এস.এফ. জওয়ানরা বহুবার বাংলাদেশী দুষ্কৃতিদের হাতে ধারালো অস্ত্র দ্বারা আহত হয়েছে। স্থানীয় এক গ্রামবাসী প্রশ্ন তোলে যখন কেন্দ্রীয় বি.এস.এফ. বাহিনী বাংলাদেশীদের দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং ভারতের সীমার মধ্যে অবাধে বাংলাদেশিরা প্রবেশ করে তখন ভারতের সার্বভৌমত্ব কি অপমানিত হচ্ছে না? ভারতের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করার দায়িত্ব কার?

স্থানীয় সূত্রে আরও খবর এই গরু চোরাচালানকারীদের সঙ্গে ঐ অঞ্চলের সমস্ত রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বে বিশেষ যোগসাজশ আছে এবং স্থানীয় পুলিশ ও বি.এস.এফ. চোরাচালানকারীদের কাছ থেকে ব্যাপক পরিমাণে টাকা পায়। সেইজন্য এই সমস্ত অবৈধ কাজের বিরুদ্ধে পুলিশ কোন ব্যবস্থা নেয় না।

গ্রামবাসীর সঙ্গে কথা বলার পরে সংহতির প্রতিনিধিরা স্বরূপনগরের টি.এম.সি. পার্টির এম.এল.এ. শ্রীমতি বীনা মন্ডলের সঙ্গে তাঁর বাড়িতে গিয়ে দেখা করেন এবং সমস্ত ঘটনা তাঁর সামনে তুলে ধরেন। তার কাছে এর প্রতিকারে জন্য আবেদন করেন। শ্রীমতি বীনা মন্ডল এই সমস্ত ঘটনা বন্ধ করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন বলে আশ্বস্ত করলেও, অসাধু রাজনৈতিক দলের যোগ থাকায় কাজটি কঠিন বলতে দ্বিধাবোধ করেন নি। এরপর প্রতিনিধি মণ্ডলীগ্রামের হরি মন্দির দর্শন করতে যান এবং সেখানে আটদিনব্যাপী চলা নামযজ্ঞে অংশগ্রহণ করেন এবং স্থানীয় মানুষের সঙ্গে পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য কথাবার্তা বলেন। পাশেই আর এক নিপীড়িতা সাগরিকা গায়েনের বাড়িতে যান। সেখানে সাগরিকা গায়েনের স্বামী তড়িৎ গায়েন উপস্থিত ছিলেন। সাগরিকা গায়েন কোথায় জানতে চাইলে তিনি ভয়ার্ত কণ্ঠে উত্তর দেন যে, এরপরেও আরও অত্যাচার হবার ভয়ে তিনি তার স্ত্রীকে অন্যত্র পাঠিয়ে দিয়েছেন। সেখানে উপস্থিত শ'দুই জনতা করুণ কণ্ঠে আবেদন করে যে, যদি গরুপাচার বন্ধ করা যায় তবে তাদের সমস্যা বহুলাংশে সমাধান হবে। হিন্দু সংহতি যদি এই বিষয়ে কোন আন্দোলন করে তবে তারা সম্পূর্ণভাবে তাদের পাশে থাকবে বলে জানায়। এরপর বিকর্ণ নস্কর, ব্রজেন রায়রা গাবরাভা গ্রামে গিয়ে নিদ্রা গায়েনের সঙ্গে দেখা করে। নিদ্রা গায়েন তার উপর ঘটা সমস্ত অত্যাচারের কথা সংহতির কর্মীদের কাছে বলেন। আগামী দিনে সংহতির তরফ থেকে ঐ সমস্ত অঞ্চলে নারীর সম্মান রক্ষার জন্য ও ভারতের সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে বলে সংহতির প্রতিনিধিরা জানায়।

স্বরূপনগরের এম.এল.এ. শ্রীমতি বীনা মণ্ডলের সঙ্গে সংহতির প্রতিনিধি দল

বনগাঁয় হিন্দু সংহতির মিছিল ও পথসভা

ক্রমবর্ধমান নারী ধর্ষণ ও শ্লীলতাহানি, আইন শৃঙ্খলার অবনতি, রাজনৈতিক অস্থিরতা ও চূড়ান্ত মুসলিম তোষণের বিরুদ্ধে হিন্দু সংহতির বনগাঁ শাখা ২৪শে জুন, ২০১৩ বনগাঁ শহরে এক বিক্ষোভ কর্মসূচী ও মিছিলের আয়োজন করে। হিন্দু সংহতির বনগাঁ ইউনিটের প্রমুখ কর্মীরা এই বিক্ষোভ মিছিলে নেতৃত্ব দেয় এবং বনগাঁর অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি ও সাধারণ মানুষ এই মিছিলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যোগদান করে। এই মিছিলটি বনগাঁর টাউন হল থেকে শুরু হয় যশোর রোড, বাটার মোড় হয়ে বনগাঁ স্টেশন পর্যন্ত যায়।

বাটার মোড়-এ মিছিল প্রায় ১৫ মিনিট পথ অবরোধ করলেও স্থানীয় মানুষ বা দোকানদাররা কোন বিরক্ত প্রকাশ করেনি। বরঞ্চ অনেকেই এগিয়ে এসে হিন্দু সংহতির এই প্রতিবাদ মিছিলকে সমর্থন জানায়। এখানেই হিন্দু সংহতির বনগাঁ শাখার নেতৃত্বকারী অজিত অধিকারী এক প্রতিবাদী বক্তব্য রাখেন। ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও জমায়েত ছিল দেখার মতো। অজিতবাবু তার বক্তব্যে বলেন সীমান্তবর্তী গ্রামগুলোতে নারী ধর্ষণ ও শ্লীলতাহানি অনেক বেড়ে গেছে। অথচ পুলিশ বা বি.এস.এফ. অসহায়। বি.এস.এফ-এর গুলি চালানোর অধিকার কেড়ে নেওয়ায় তারা আজ ঠুঁটো জগন্নাথ। গরু পাচারের দালাল চক্র, রাজনীতিতে দুর্বৃত্তায়ন, প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তা বনগাঁ ও সীমান্তবর্তী গ্রামগুলোতে প্রতি মুহূর্তে আতঙ্ক ছড়াচ্ছে। অজিত অধিকারীর বক্তব্য এলাকায় দারুণ উদ্দীপনার সঞ্চার করে। এরপর অজিত অধিকারী, নিশিথ ঘোষ ও অভিজিৎ দাসের নেতৃত্বে মিছিল আবার টাউন হলে এসে শেষ হয়। বনগাঁর এই প্রতিবাদী সভা ও মিছিলে হিন্দু সংহতির কেন্দ্রিয় কমিটির শ্রী সুজিত মাইতির উপস্থিতি অনুষ্ঠানকে সাফল্যমন্ডিত করতে সাহায্য করে।

ফকিরতকিয়ায় হিন্দু প্রতিরোধ ঃ পিছু হটলো দুষ্কৃতিরা

গত ২৪শে জুন ফকিরতাকিয়া গ্রামের সঞ্জয় নামক একটি ছেলে পার্শ্ববর্তী গ্রাম থেকে শ্রাদ্ধ নিমন্ত্রণ রক্ষা করে ফিরছিল। পথমধ্যে তার সঙ্গে মিদ্দ্যে পাড়ার আবদুর রহমান নামে একটি ছেলের সঙ্গে দেখা হয়। আবদুর রমহান মিদ্দ্যে তার গাড়িটাকে রাস্তা জুড়ে এমনভাবে রেখে ছিল যে যাতায়াতের পথ আটকে গিয়েছিল। তখন সঞ্জয় তাকে গাড়িটাকে ঠিক করে রাখতে বলে। মদ্যপ আবদুর রহমান এতেই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং সঞ্জয়কে হিন্দুত্ব নিয়ে গালিগালাজ করে ও চড় মারে। সঞ্জয় তখন এর প্রতিবাদ করলে দুজনের মধ্যে হাতাহাতি শুরু হয়। এমন সময় ফকিরতকিয়ার কিছু হিন্দু ছেলে ঘটনাস্থলে এসে পড়লে তারা আবদুর রহমানকে মারধোর করে সেখান থেকে হটিয়ে দেয়।

পরদিন মিদ্দ্যেপাড়ার মুসলমানরা আবদুরের মারের বদলা নিতে এক হয়। কিন্তু ফকির তকিয়ার হিন্দুরাও মুসলমানদের মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত হয়। ঘটনাস্থলে পুলিশ আসে এবং উভয়পক্ষকেই ব্যাপারটা মিটিয়ে নিতে বলে। পুলিশে মধ্যস্থতায় তখনকার মতো ঘটনাটি মিটমাট হয়ে গেলেও পরে জানা যায় পুলিশ কয়েকজন হিন্দুর নামে কেস করেছে।

ফুটবল খেলাকে ঘিরে বচসা, মারামারি

গত ৩০শে জুন, রবিবার। বিকাল প্রায় ৩টার সময় দঃ ২৪ পরগণার চড়াবিদ্যা গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ছাটুই পাড়ায় ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক মারামারি হল দুই দলের মধ্যে। এতে সুরজিৎ ওঝা (পিতা মন্টু ওঝা) মুখে গুরুতর আঘাত পায়। সোমবার তাকে কলকাতায় নিয়ে এসে মুখে অস্ত্রোপচার করতে হয়।

চড়াবিদ্যার ছোটুই পাড়ায় স্থানীয় উদ্যোগে একটি ফুটবল প্রতিযোগিতা কয়েকদিন ধরে চলছিল। রবিবার দিন দুটি পাড়ার মধ্যে খেলা চলছিল, যার একটি দলে হিন্দু সংহতির চড়াবিদ্যার কিছু ছেলে খেলছিল। খেলায় এরা একটা গোল দিলে রেফারি অন্যায়ভাবে তা বাতিল করে দেয়। রেফারিকে ঘিরে প্রতিবাদ জানালে, ফুটবল কমিটির লোকজন ছুটে আসে এবং পরস্পরের মধ্যে বচসা বেঁধে যায়। হঠাৎ-ই কমিটির কিছু সদস্য পাশের এলাকা থেকে মুসলমানদের ডেকে নিয়ে এসে সংহতি ছেলেদের সহ সকলকে মারতে থাকে। সেই সময় সুরজিৎ দারুণভাবে জখম হয়। আচমকা এই আক্রমণে হিন্দু ছেলেরা হতভম্ব হয়ে যায়। পরে তারা পাল্টা মার দিলে মুসলমানরা পালিয়ে যায়। কিন্তু সামান্য ফুটবল খেলাকে ঘিরেও মুসলমানদের মধ্যে চরম হিন্দু বিদ্বেষী মনোভাব দেখে সাধারণ হিন্দুরা মনে খুবই ব্যথা পায়।

ইন্টারনেটে হিন্দু সংহতি <www.hindusamhati.org>, <www.hindusamhatitv.blogspot.com>, <southbengalherald.blogspot.com>, Email : hindusamhati@gmail.com

PRINTER & PUBLISHER : TAPAN KUMAR GHOSH, ON BEHALF OF OWNER TAPAN KUMAR GHOSH, PRINTED AT MAHAMAYA PRESS & BINDING, 23 Madan Mitra Lane, P.S. : Amherst Street, Kolkata - 700 006,
Published at : 393/3F/6, Prince Anwar Shah Road, Flat No. 8, 4th Floor, Police Station Jadavpur, Kolkata 700 068, South 24 Parganas,
Editor's Name & Address : Bikarna Naskar, 5, Bhuban Dhar Lane, Kolkata - 700 012